রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা

প্রথম খণ্ড

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

সু র ঙ্গ মা
কলিকাতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৭৯

॥ পরিবেশক ॥

জিজ্ঞাসা

১এ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

প্রকাশক শ্রীপ্রভাস নিয়োগী

সুরঙ্গমা। ৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৬

মুদ্রক শ্রীদিব্যক্ষর ভট্টাচার্য

ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১/১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

১'১

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অবিচল বিশ্বাসী
রবীন্দ্র- সংগীত ও সংস্কৃতির সেবকতায় আত্মনিবেদিত
রবীন্দ্রসংগীতের উপলব্ধিতে সর্ববিধগুণে গুণান্বিত
রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষণে সুনিপুণ, সুষ্ঠু প্রচারে সদাতৎপর
রবীন্দ্রসংগীতের বিচারবিশ্লেষণে অসাধারণ বিচক্ষণ
রবীন্দ্রসংগীতে আমার শিক্ষাগুরু
শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ মণিমাণিক্যশোভিত একটি বৃহৎ ভাণ্ডার আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। সেটি হল তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি—তাঁর বিশেষ মমতার সম্পদ—রবীন্দ্রসংগীত। এই বিপুলায়তন ভাণ্ডারের দ্বার অবারিত। গম্যস্থল যে-ক্ষেত্রে অবারিত সে-ক্ষেত্রে অনায়াস-গতির বেগে সূক্ষ্ম বিষয় তো বটেই, এমন-কি, স্থূল বিষয়ের সবকিছু দৃষ্টিগোচর ও উপলব্ধ না হতে পারে। সেজন্যও রবীন্দ্রসংগীতে বিশদ গবেষণা ও তার ফলশ্রুতি প্রকাশন অত্যাবশ্যক।

কিছুকাল পূর্বে 'সুরঙ্গমা' রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষায়তনে একটি গবেষণা-বিভাগ স্থাপনের সিদ্ধান্তে উৎসাহ বোধ করি। এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী 'সুরঙ্গমা'র কর্মসচিব শ্রীপ্রভাস নিয়োগী গত বৎসর যখন এই বিভাগের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবার প্রস্তাব করলেন তখন নিজের সীমিত সাধ্যের কথা ভেবে সংকোচ বোধ করেছিলাম। কিন্তু পুনর্বিবেচনায় এই প্রস্তাবে সম্মত হই এই মনে করে যে, যাঁর জ্ঞান-ছত্রচ্ছায়ায় দায়িত্বপালনে আমার বিশেষ সুবিধা আছে তিনি হলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়। শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হওয়ায় সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও যথার্থ উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মলোকে প্রবেশের প্রয়াসে তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ করেছি যত, তাঁর উপদেশ নির্দেশে শিক্ষা করেছি তার বহুগুণ। রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিপুলসংখ্যক রবীন্দ্রসংগীতে নানা বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য যেমন আছে, দীর্ঘকালব্যাপী রচনার ফলে তাতে বিভিন্ন স্তরভেদও ঘটেছে। সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান বিষয়গুলির যে-কোনোটির উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক। তার মধ্যে এক-একটি বিষয়ের সন্নিবেশে প্রভূত পরিশ্রম ও অভিনিবেশ যেমন প্রয়োজন, গ্রন্থভুক্ত করতে হলে তা বিস্তৃত স্থানব্যাপকও। তবে এক-একটি বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করতে পারলে তদ্‌দৃষ্টেই ফলশ্রুতি কতকাংশে প্রত্যক্ষগোচর হয়। রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড থেকে উল্লিখিত বক্তব্য আশা করি পরিস্ফুট হবে।

বর্তমান গ্রন্থ ‘সুরঙ্গমা’র রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-বিভাগের কাজের সূচনা মাত্র। রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালার কাজের প্রকার ও স্তর বহুবিধ। রবীন্দ্র-আদর্শবাদী এবং সংগীত ও সাহিত্য -গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহযোগিতা ও সহকারিতা পেলে এ কাজ সম্পন্ন করা সহজ হবে।

‘সুরঙ্গমা’য় রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-বিভাগের পরিকল্পনার সূচনা থেকে কর্মসচিব শ্রীপ্রভাস নিয়োগী উৎসাহ দিয়েছেন। ‘জিজ্ঞাসা’র স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থের পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রচ্ছদের রেখাচিত্র অঙ্কন করে দিয়েছেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

২৫ বৈশাখ ১৩৭৯

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

সূচীপত্র

দিক্‌দর্শন

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জাবোধ করে। যা কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।[১]

ভারতবর্ষে বহুযুগের সৃষ্টি করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া যোগাব কোথা থেকে? বাংলা দেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাক্‌বিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে, সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীতকে জানে না।[২]

বাংলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'— সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের

মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান, এই জন্যই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না— এই জন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।[২]

আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না।[২]

…সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়।

…ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্‌ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।[২]

১ শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২ সংগীতচিন্তা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচনা

দিক্‌দর্শন শিরোনামে অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথের যে সকল উক্তি সংকলন করা হয়েছে তা থেকে সংগীত সম্বন্ধে কবির মনোভাব ও অভিমত সংক্ষেপে উপলব্ধি করা সম্ভব। অন্যদিকে তাঁর নিজের সংগীতরচনাতেও এই সকল উক্তি বিশেষরূপে যে কার্যকর হয়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রসংগীত বলতে কী বোঝায় এই প্রশ্নের উত্তরে যদি কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথের গান তা হলে এক হিসাবে তা ঠিক। বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে হলে অন্তত এটুকু বলা আবশ্যক যে সংগীত শব্দের দ্বারা গীত বাদ্য ও নৃত্য এই যে তিনটি কলাবিদ্যা বোঝায় সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এই তিনটি কলাবিদ্যাই সংশ্লিষ্ট। আবার, এক অর্থে এই বলা যায় যে, রবীন্দ্র-রচিত কথা ও রবীন্দ্র-যোজিত সুরের মিলনে যে ভাবচিত্র রূপায়িত হয়েছে তাই রবীন্দ্রসংগীত।

বাংলা গানের গতিপ্রকৃতির একটি বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব হল কথা ও সুরের মিলনসাধনের প্রয়াস। প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার মৌলিকত্বও তাই। রবীন্দ্রনাথ এই মৌলিকত্বকে অনুধাবন করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, এবং তাঁর সংগীতরচনায় তা অনুসরণ করেও অভিনবত্ব সাধন করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের উৎপত্তি সাহিত্যের ভূমিতে, সুরের আকাশে তার প্রকাশ।

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যমূলক যে সকল ধারা রবীন্দ্রপূর্ব যুগ থেকে অনুসৃত হয়ে আসছিল বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তার পরিবর্তন ঘটে মহাত্মা রামমোহন রায়ের যুগে (১৭৭২-১৮৮৩ খৃস্টাব্দ) ও তৎপরবর্তীকালে। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলেছেন ভারতপথিক। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে রামমোহন বাংলা তথা ভারতকে পথপ্রদর্শন করেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁর দিক্‌প্রদর্শন সাধারণ নয়। ধ্রুবপদ্ধতির অনুসরণে তিনি কিছু-সংখ্যক গান রচনা করেছিলেন যা তৎকালে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্ম যুবসমিতি-কর্তৃক 'রাজা রামমোহন রায়—তাঁহার অনুবর্তী ও বন্ধুগণ কর্তৃক রচিত' গানসম্বলিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে

একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালে। ওই গ্রন্থে ১০৪টি গান মুদ্রিত—তার মধ্যে ৪৪টি রামমোহন-রচিত ও অবশিষ্ট ৬০টি অন্যের রচনা বলে উল্লিখিত। উক্ত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থ থেকে রামমোহন-রচিত ৪৪টি গানের তালিকা অতঃপর সংকলন করা হল।

মহাত্মা রামমোহন রায় -রচিত গান

১. মন যারে নাহি পায়। কালাংড়া। আড়াঠেকা
২. দেখ মন এ কেমন। বেহাগ। একতালা
৩. একি ভুল মনঃ। আলাইয়া। আড়াঠেকা
৪. নিরুপমের উপমা। ভৈরবী। আড়াঠেকা
৫. নিরঞ্জনের নিরূপণ। বাহার। আড়াঠেকা
৬. জানত বিষয়ে মন। কুকব। ঝাঁপতাল
৭. মন তোরে কে ভুলালো। সিন্ধু ভৈরবী। ঠুংরি
৮. মন একি ভ্রান্তি তোমার। সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা
৯. দ্বৈতভাব ভাব কি মন। দেশ। আড়াঠেকা
১০. সত্য সুচনা বিনা সকলি বৃথায়। সাহানা। যৎ
১১. দ্বিভাব ভাব কি মন। আলাইয়া। ঝাঁপতাল
১২. মনরে ত্যজ অভিমান। সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা
১৩. ভয় করিলে যারে। সাহানা। ঝামাল
১৪. আমি হই আমি করি। সাহানা। যৎ
১৫. ভুলো না বিষাদ কাল। ইমন। আড়াঠেকান
১৬. পরমাত্মায় মনরে হওরে রত। ইমনকল্যাণ। ঝাঁপতাল
১৭. চৈতন্য বিহীন জন। লুম ঝিঁ ঝিট। আড়াঠেকা
১৮. ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব
১৯. সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। বাগশ্রী। আড়াঠেকা
২০. এত ভ্রান্তি কেন মন। টোড়ি। আড়াঠেকা
২১. কোথায় গমন। আলাইয়া। আড়া
২২. অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে। বেহাগ। আড়াঠেকা

২৩. স্মর পরমেশ্বরে মন আমার। গৌড় মল্লার
২৪. নিত্য নিরঞ্জন। বেহাগ। কাওয়ালি
২৫. ভাব সেই একে। ইমনকল্যাণ। তেওট
২৬. সত্য সূচনা বিনা। রামকেলি। আড়াঠেকা
২৭. কেন সৃজন লয় কারণে। গৌড়মল্লার। কাওয়ালি
২৮. এই হল এই হবে। ভৈরব। আড়াঠেকা
২৯. স্মর পরমেশ্বরে অনাদিকারণে। বাগশ্রী। একতালা
৩০. সঙ্গের সঙ্গীরে মন। গৌড়মল্লার। আড়াঠেকা
৩১. মনে কর শেষের সে দিন। রামকেলি। আড়াঠেকা
৩২. এক দিন যদি হবে। রামকেলি। আড়াঠেকা
৩৩. মানিলাম, হও তুমি। কেদারা। আড়া
৩৪. দম্ভভরে কত রবে। রামকেলি। আড়াঠেকা
৩৫. একবার ভ্রমেতেও মনে। রামকেলি। আড়াঠেকা
৩৬. গ্রাস করে কাল পরমায়ু। রামকেলি। আড়াঠেকা
৩৭. আর কত সুখে মুখ। রামকেলি। আড়াঠেকা
৩৮. অনিত্য বিষয় কর। রামকেলি। কাওয়ালি
৩৯. ভজ অকাল নির্ভয়ে। সুরট। কাওয়ালি
৪০. জন্মের সাফল্য কর। সরফরদা। আড়াঠেকা
৪১. এ কি ভুলে রয়েছ মন। বিভাস। আড়া
৪২. তাঁরে কররে স্মরণ। আড়াঠেকা
৪৩. দৃশ্যমান যে পদার্থ। বিভাস। আড়াঠেকা
৪৪. কি স্বদেশে কি বিদেশে। বাগশ্রী। আড়াঠেকা

উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত ক্ল্যাসিকাল ধ্রুপদ গানে যে-সকল তালের ব্যবহার পাওয়া যায় সংকলিত তালিকার অধিকাংশ গানে সে-সকল তাল ব্যবহৃত হয় নি।

রামমোহন রায় -রচিত অধিকাংশ গানের মুদ্রিত স্বরলিপি নেই। সেজন্য সব গান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা ও বক্তব্য উপস্থাপিত করা অসুবিধা-জনক। আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক কাঙ্গালীচরণ সেন -প্রণীত 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থের ছয় ভাগে (১৩১১-১৩১৮) রামমোহন ও অন্যান্য

সংগীতরচয়িতাগণের অনেক গানের স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। এই গ্রন্থে রামমোহনের যে-সকল গান স্বরলিপিসহ প্রকাশিত তার একটি তালিকা পরে পরে দেওয়া হল। 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'তে প্রত্যেক গানের কথার অংশের পরে রচয়িতার নাম উল্লিখিত আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রচয়িতার নামোল্লেখে অসংগতি লক্ষিত হয়। পরবর্তী তালিকাতেও দেখা যাবে 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থভুক্ত রামমোহন রায়ের রচনারূপে মুদ্রিত কোনো কোনো গান পূর্বে উল্লিখিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তক অনুসারে ভিন্ন ব্যক্তির রচনা। এ বিষয়ে এবং অন্যান্য রচয়িতার ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ে বিশদ গবেষণা অপেক্ষা করে আছে।

রামমোহন রায় -রচিত গান ও তার স্বরলিপি

আদি ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি':

প্রথম ভাগ (মাঘ ১৩১১)

মানিলাম হও তুমি। ইমন কল্যাণ। আড়াঠেকা
বিনাশ বিনাশ মন। দেশ মল্লার। তেতালা ॥ কালীনাথ রায়[১]
কি স্বদেশে কি বিদেশে। বাগেশ্রী। আড়াঠেকা
তাঁরে দূর জানি। বেহাগ। আড়াঠেকা ॥ কালীনাথ রায়[১]

তৃতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১৩)

ভয় করিলে যারে। সাহানা। ধামার
অহঙ্কারে মত্ত সদা। কেদারা। কাওয়ালি ॥ ভৈরবচন্দ্র দত্ত[১]

পঞ্চম ভাগ (বৈশাখ ১৩১৬)

ভাব সেই একে। ইমন কল্যাণ। তেওট
স্মর পরমেশ্বরে। বাগেশ্রী। একতালা
কেন ভোল মনে কর। খাম্বাজ। ঢিমা তেতালা ॥ নিমাইচরণ মিত্র[১]

ষষ্ঠ ভাগ (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)

মনে কর শেষের সে দিন। রামকেলী। আড়াঠেকা
কেন সৃজন-লয়-কারণে। গৌড়মল্লার। কাওয়ালি
ওহে পথিক মন। মালকোষ। আড়াঠেকা[২]

১ 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৩৫৬) অনুসারে রচয়িতা। ২ 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৩৫৬) পুস্তকে অনুল্লিখিত।

প্রথম অধ্যায়

পূর্বসূরী

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সংগীত-রচনার ধারা বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে এই পরিবারের পরবর্তী সংগীত-রচয়িতাগণ এই ধারাকে গ্রহণ করেছেন, পুষ্ট করেছেন ও শাখায়িত করেছেন। বাংলাগানের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ স্থলে তা সম্ভবপর নয়। কেননা রচয়িতার গানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রচিত গানের সহজলভ্য সুর বা স্বরলিপি নির্দেশের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার পূর্বপর ধারাবাহিকতার সূত্রটির সন্ধান দেওয়াই এ স্থলে উদ্দেশ্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭-১৯০৫)

আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থভুক্ত গান ও স্বরলিপি :

প্রথম ভাগ (মাঘ ১৩১১)

দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান। আলাইয়া। একতালা

ছাড় মোহ ছাড় ছাড় রে। ছায়ানট। তেওট

(আরে) ভাব তাঁরে। বেহাগ। একতালা

পঞ্চম ভাগ (বৈশাখ ১৩১৬)

পরিপূর্ণমানন্দং। দেশ। তেওট

কারণ সে যে। পরজ। আড়াঠেকা

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৪ সাল) তাতে মহর্ষি-কৃত 'পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং' গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।)

মহর্ষির সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই সংগীত রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন

করেছেন। তার মধ্যে রচিত গানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই তিনের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত গানের সংখ্যা সর্বাধিক। পূর্বে যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে তদ্রূপ এই তিনজন রচয়িতার 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'-গ্রন্থভুক্ত গানের তালিকা অতঃপর সংকলন করা হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৪০-১৯২৬)

আদি ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থভুক্ত গান ও স্বরলিপি:

প্রথম ভাগ (মাঘ ১৩১১)

অনুপম-মহিম পূর্ণ ব্রহ্ম। ভৈরব। ঝাঁপতাল
সকল-মঙ্গল-নিদান। ইমন কল্যাণ। চৌতাল
দরশন দাও হে। কেদারা। সুরফাঁক্তা
বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন। মেঘমল্লার। সুরফাঁক্তা
জগত-বন্দনে ভজ। সোহিনী বাহার। ঝাঁপতাল
ভজো রে ভজো রে ভবখণ্ডনে। নারায়ণী। যৎ
হৃদয়-চাতক মোর। নটনারায়ণ। চৌতাল

দ্বিতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১২)

কর তাঁর নাম গান। ঝিঁঝিট। ঠুংরি

তৃতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১৩)

আর গো কত ঘুরি। কুকভ। ধামার
সব দুঃখ দূর হইল। ভৈরব। সুরফাঁক্তা
জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে। ভৈরবী। চৌতাল
এক প্রথমজ্যোতি, অতি শুভ্র। কেদারা। চৌতাল
বহিছে কৃপা-পবন। কেদারা। চৌতাল
দীন হীন ভকতে। কাফি। সুরফাক্তা
চমৎকার অপার জগত-রচনা। কানেড়া। ঝাঁপতাল
আনন্দে আকুল সবে। বসন্ত। সুরফাঁক্তা

চতুর্থ ভাগ (বৈশাখ ১৩১৫)

বিষয়ের তমোজাল। জয়জয়ন্তী। চৌতাল

জাগো সকল অমৃতের। আসোয়ারি। চৌতাল

অকূল ভবসাগরে। ভৈরবী। কাওয়ালি

নয়ন বাহিয়ে ঝরে। তিলক কামোদ। চৌতাল

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা। সাহানা। আড়াঠেকা

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি। বন্দনা। ঝাঁপতাল

পঞ্চম ভাগ (বৈশাখ ১৩১৬)

আশ্চর্য্য দেখি এক। দেওশাক। ঝাঁপতাল

ঘোর গহন ভব-সংকটে। হাম্বীর। সুরফাঁক্তা

ষষ্ঠ ভাগ (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)

জয় জয় পরব্রহ্ম। বিভাস। ঝাঁপতাল

আজি কি হরষ-সমীর। মিশ্র পরজ। কাওয়ালি

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৪২-১৯২৩)

আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থভুক্ত গান ও স্বরলিপি

প্রথম ভাগ (মাঘ ১৩১১)

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। ভৈরব। চৌতাল

অপার করুণা তোমার। টোড়ি। কাওয়ালি

সবে কর আজি তাঁর। ভৈরবী। কাওয়ালি

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও। পূরবী। একতালা

কত করুণা তোমার। জয়জয়ন্তী। কাওয়ালি

গাও তাঁরে গাও সদা। গৌড়মল্লার। চৌতাল

অতুল তোমার জ্যোতি। পরজ। চৌতাল

কে রচে এমন সুন্দর। পরজ। ঝাঁপতাল

তৃতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১৩)

তোমারি এ রাজ্য। ভৈরব। চৌতাল

দয়া-ঘন তোমা হেন কে। আশা। ঠুংরি
প্রথম কারণ আদি কবি। শুক্ল বেলাওল। চৌতাল
আজ সবে গাও আনন্দে। হাম্বীর। ধামার
জননী-সমান করেন পালন। জয়জয়ন্তী। চৌতাল
শোকে মগন কেন। জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল
বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র্য। মেঘমল্লার। ঝাঁপতাল
প্রেম-মুখ দেখ রে তাঁহার। বেহাগ। রূপক
গাও রে জগপতি জগবন্দন। ঝিঁঝিট। ঠুংরি

চতুর্থ ভাগ (বৈশাখ ১৩১৫)

মঙ্গল তোমার নাম। খট্। সুরফাঁক্তা
তৎসৎ ব্রহ্মপদ। ভৈরবী। ঝাঁপতাল
আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে। টোড়ি। আড়াঠেকা
হে (প্রভু) পরমেশ্বর। টোড়ি। কাওয়ালি
কে জানে মহিমা বিভু। গৌড়-মল্লার। চৌতাল
অমৃত ধনে কে জানে রে। বেহাগ। ধামার
হয়েছি ব্যাকুল অন্তর। সিন্ধুড়া। ধামার
থেক না থেক না দূরে নাথ। দেশ। তেওট

পঞ্চম ভাগ (বৈশাখ ১৩১৬)

তার হে তার হে। কেদারা। কাওয়ালি
আমি হে তব কৃপার। কাফি। যৎ

ষষ্ঠ ভাগ (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)

দরশন দাও হে কাতরে। মিশ্র বেলাওল। আড়াঠেকা
জান না রে কত তাঁর করুণা। ছায়ানট। আড়াঠেকা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৪৯-১৯২৫)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ন্যায় একাধারে বহুবিধ গুণের অধিকারী ব্যক্তির তুলনা বিরল। তাঁর সংগীত-গুণপনা বহুমুখী ও বিস্ময়কর। তাঁর বিভিন্ন

সংগীতকৃতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করতে হলে একখানি গ্রন্থের রচনা প্রয়োজন। সেটি স্বতন্ত্র কর্তব্য। এ স্থলে কয়েকটি দিকের ইংগিত দেওয়া হল মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত গান

আদি ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' গ্রন্থভুক্ত স্বরলিপি :

প্রথম ভাগ (মাঘ ১৩১১)

কাতর আমার প্রাণ। সিন্ধুড়া। কাওয়ালি
নমঃ শঙ্করায়, মহেশ। ইমন কল্যাণ। সুরফাঁক্তা
তব রাজ-সিংহাসন বিরাজিত। ইমন কল্যাণ। চৌতাল
কেন ম্লান নিরানন্দ। ইমন কল্যাণ। ধামার
হৃদাসনে এস হে। দেশকার। সুরফাঁক্তা
আজ আনন্দে প্রেম-চন্দে। মিশ্র বেহাগ। ঝাঁপতাল
দেহি হৃদয়ে সদা। নিসাসাগ। ঝাঁপতাল
কি আনন্দ হৃদয়ে জাগিল। বেহাগড়া। একতালা
দশ দিশি কিবা আজি। সাহানা। কাওয়ালি
হে অন্তরযামী ত্রাহি। সিন্ধু। টিমাতেতালা
জানি তুমি মঙ্গলময়। কাফি কাওয়ালি
অন্তরতর অন্তরতম। আলাইয়া। কাওয়ালি
চন্দ্র বরিষে জ্যোতি। ভূপালী। সুরফাঁক্তা
ঐ যে দেখা যায়। সিন্ধুবিজয়। তেওরা
অগণন ভুবন-ভারধারী। নটনারায়ণ। ঝাঁপতাল

দ্বিতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১২)

শোভন গাও মনোহর। মঙ্গল-ভৈরব। চৌতাল
অগতির গতি অনাথ-নাথ। ললিত-বসন্ত। সুরফাঁক্তা
তুমি হে ভরসা মম। কাফি। ঝাঁপতাল
তাঁরে ভজ ভজ রে। ইমন কল্যাণ। চৌতাল
আদি-নাথ প্রণবরূপ। ইমন কল্যাণ। সুরফাঁক্তা
গাও রে পরব্রহ্মের। গৌড় মল্লার। চৌতাল

পর্ব্বত পাথার ব্যোমে। কানাড়া। চৌতাল
আজি বিশ্বজন গাইছে। খাম্বাজ। সুরফাঁক্তা
ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু। বেহাগ। চৌতাল
পরব্রহ্ম সত্য সনাতন। বেহাগড়া। সুরফাঁক্তা
পরম দেব ব্রহ্ম। খাম্বাজ। একতালা
হৃদয়ের মম যতনের। বাহার। কাওয়ালি
এ কি এ মোহের ছলনা। কাফিকানাড়া। কাওয়ালি

তৃতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১৩)

হে প্রাণারাম, নিরঞ্জন। শুক্ল-বেলাওল। চৌতাল
ডাকি তোমারে কাতরে। ইমন-কল্যাণ। চৌতাল
ব্রহ্মন্, মোপর সদয় হও হে। ইমন-ভূপালী। তেওরা
কঠিন দুঃখ পাই হে। কাফি-সিন্ধু। চৌতাল
হরি তোমা-বিনা কেমনে। দেশ-মল্লার। ঝাঁপতাল
শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী। খাম্বাজ। কাওয়ালি
ধন্য ধন্য ধন্য আজি। ঝিঁঝিট। একতালা

চতুর্থ ভাগ (বৈশাখ ১৩১৫)

পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। ইমন কল্যাণ। চৌতাল
তাঁহারি চরণ-তল-ছায়ে। কেদারা। চৌতাল
যোগী জগৎ-ত্যাগী। ছায়ানট। চৌতাল
বাজে সুতানে সুন্দর। সুরট। চৌতাল
তব আশা-বাণী শুনি। দেশ। ধামার
শুভ দিন ক্ষণ। সুঘরাই কানেড়া। ঝাঁপতাল
আয় সবে মিলে যাই। পঞ্চার। সুরফাঁক্তা
ব্যাকুল হয়ে তব পাশে। খাম্বাজ। ধামার
ও হৃদয়নাথ! এস হে। ধোরিয়া। আড়াঠেকা
জগ-দরশন মেলা। খাম্বাজ। কাওয়ালি
ধন্য তুমি হে পরম দেব। পরজ-বসন্ত। চৌতাল
জয় পরম-শুভ-সদন। নটবেহাগ। ঝাঁপতাল

পঞ্চম ভাগ (বৈশাখ ১৩১৬)

বিমল প্রভাতে, মিলি। ভৈরব। কাওয়ালী
নিরঞ্জন নিরাকার। ভৈরবী। চৌতাল
তুমি আদি অনাদি। বৃন্দাবনী-সারঙ্গ। ঝাঁপতাল
ভব-ভয়-হর প্রভু। নট্‌-নারায়ণী। কাওয়ালী
তোমা বিনা কে করে উদ্ধার। মিশ্র বারোঁয়া। ঢিমাতেতালা
জীবন বৃথায় চলে গেল রে। দেশ। কাওয়ালি
কত দিন, গতি-হীন। নট্‌মল্লার। কাওয়ালি
অন্তরে ভজ রে তাঁরে। ইমন-ভূপালী। চৌতাল
হে দেব পরসাদ দাও। দেশকার। ঝাপতাল
ধন্য তুমি ধন্য। দেওনট্‌। ফের্‌তা

ষষ্ঠ ভাগ (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)

বিজন মন-মন্দিরে। সুরট-জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল
কেন আনিলে গো এ ঘোর। সিন্দুড়া। চৌতাল
ব্রহ্মসনাতন তুমি হে। বিহঙ্গড়া। সুরফাঁক্তা
চিত-মন তব-পদে। কালাংড়া। কাওয়ালি

বলা আবশ্যক যে উল্লিখিত তালিকাগুলি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত গানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। তাঁদের রচিত গান আরো আছে এবং তার মধ্যে কোনো কোনো গানের স্বরলিপি অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ স্থলে সংগীতলিপি সহজলভ্য এরূপ গানের তালিকা সংকলন করা হল; তার উদ্দেশ্য এই যে গানগুলি সম্যকরূপে অনুশীলন করলে নানা দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে সেগুলির যোগসূত্র অনুধাবন করা যাবে এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রচয়িতাগণের উপর ক্ল্যাসিকাল ধ্রুপদের প্রভাব ক্রমশ অধিকতর পরিলক্ষিত হবে। বিশেষত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত গানের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি খুবই পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যরচনার পরিপ্রেক্ষিতেও রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাট্যনাটকগুলি পর্যালোচনা করবার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও সংগত কারণ আছে। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত ও নাট্য-রচনার আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ হতে পারে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত নাট্যনাটক

১. কিঞ্চিৎ জলযোগ ॥ প্রহসন। ১৭৯৪ শক। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২

২. পুরুবিক্রম নাটক ॥ ১৭৯৬ শকাব্দা। ৯ জুলাই ১৮৭৪

৩. সরোজিনী ॥ চিতোর-আক্রমণ নাটক। ১৭৯৭ শকাব্দা। ৩০ নবেম্বর ১৮৭৫

নাটকভুক্ত রবীন্দ্রসংগীত: জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ

৪. এমন কর্ম আর করব না ॥ প্রহসন। আষাঢ় ১৭৯৯ শক। ৭ জুলাই ১৮৭৭

১৯০০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'অলীকবাবু' নামে পুনর্মুদ্রিত।

৫. অশ্রুমতী নাটক ॥ শ্রাবণ ১২৮৬। ৪ নবেম্বর ১৮৭৯

নাটকভুক্ত রবীন্দ্রসংগীত: গহন কুসুম-কুঞ্জমাঝে

৬. মানময়ী ॥ গীতি-নাটিকা। ১৮০২ শক। ১৮৮০ খৃস্টাব্দ

নাটিকাভুক্ত রবীন্দ্রসংগীত:

আয় তবে সহচরী

ছিলে কোথা বলো

চলো চলো, চলো চলো, চলো ফুলধনু

১৮৯৯ খৃস্টাব্দে 'পুনর্বসন্ত' নামে পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৭. স্বপ্নময়ী নাটক ॥ ১২৮৮ সাল। ২৪ মার্চ ১৮৮২

৮. হঠাৎ নবাব ॥ প্রহসন। মোলিয়ের। ফরাসি থেকে অনুবাদ।

বৈশাখ ১৮০৬ শক। ২৫ এপ্রিল ১৮৮৪

৯. হিতে বিপরীত ॥ কৌতুক-নাট্য। ২৫ বৈশাখ ১৩০৩। ৭ মে ১৮৯৬

১০. পুনর্বসন্ত ॥ গীতিনাট্য। ১ চৈত্র ১৩০৫। ১৪ মার্চ ১৮৯৯

১৮৮০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'মানময়ী'র পরিবর্তিত রূপ।

১১. অভিজ্ঞান শকুন্তলা ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।

১৩০৬ সাল। ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯

১২. বসন্ত-লীলা ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল। ২৯ মার্চ ১৯০০

১৩. ধ্যান-ভঙ্গ ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল। ১৫ এপ্রিল ১৯০০

১৪. উত্তর-চরিত ॥ নাটক। ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। ৭ জুন ১৯০০

১৫. অলীক বাবু ॥ নাটক। ১৯০০
১৮৭৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'এমন কর্ম আর করব না'র নূতন সংস্করণ।

১৬. রত্নাবলী নাটক ॥ শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
ভাদ্র ১৩০৭। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০

১৭. মালতী-মাধব ॥ নাটক। ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৭ সাল। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

১৮. মৃচ্ছকটিক ॥ নাটক। শূদ্রক। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ৮ মার্চ ১৯০১

১৯. মুদ্রা-রাক্ষস ॥ নাটক। বিশাখ দত্ত। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৪ জুন ১৯০১

২০. বিক্রমোর্বশী ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৪ জুন ১৯০১

২১. মালবিকাগ্নিমিত্র ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১ আষাঢ় ১৩০৮। ১৫ জুন ১৯০১

২২. মহাবীর-চরিত ॥ নাটক। ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৮ অক্টোবর ১৯০১

২৩. চণ্ডকৌশিক ॥ নাটক। ক্ষেমীশ্বর। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ৪ ডিসেম্বর ১৯০১

২৪. বেণীসংহার ॥ নাটক। ভট্টনারায়ণ। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ১৪ ডিসেম্বর ১৯০১

২৫. প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ॥ নাটক। কৃষ্ণমিশ্র। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৮ সাল। ২৪ মার্চ ১৯০২

২৬. নাগানন্দ ॥ নাটক। শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩০৯ সাল। ১ অগস্ট ১৯০২

২৭. দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ ॥ প্রহসন। মোলিয়ের। ফরাসি থেকে অনুবাদ।
১৩০৯ সাল। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২

২৮. বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা ॥ নাটক। রাজশেখর। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।
১৩১০ সাল। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

৩০. ধনঞ্জয়-বিজয় ॥ নাটক । কাঞ্চনাচার্য । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ।
১৩১০ সাল । ৩ মার্চ ১৯০৪

৩১. কর্পূরমঞ্জরী ॥ নাটক । রাজশেখর । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ।
১৩১১ সাল । ২৩ এপ্রিল ১৯০৪

৩২. প্রিয়দর্শিকা ॥ নাটক । শ্রীহর্ষদেব । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ।
১৩১১ সাল । ২৩ মে ১৯০৪

৩৩. জুলিয়স্ সীজার ॥ নাটক । ইংরেজি থেকে অনুবাদ ।
১৩১৪ সাল । ২৮ অক্টোবর ১৯০৬

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত / লিপ্যন্তরিত রবীন্দ্রসংগীতের মূলগান

১. সাঁই তো না আবে । বেহাগ । চৌতাল (বিলম্বিত) ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত (ভাঙা) : স্বামী, তুমি এসো আজ । স্বরবিতান ২৭

২. প্রথম আদ শিব শক্তি । সোহিনী । সুরফাঁকতাল ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : প্রথম আদি তব শক্তি । স্ব ৩৬

৩. নাদ নগর বসায়ে । গুর্জরী তোড়ী । চৌতাল
রবীন্দ্রসংগীত : প্রভাতে বিমল আনন্দে । স্ব ২৩

৪. ফুল রহী কলিয়াঁ । সাহানা । কাওয়ালি ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : আজ বুঝি আইল । স্ব ২৫

৫. সুখ আনন্দ কারো । দেওগির বেলাবলী । আড়াচৌতাল ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : সবে আনন্দ করো । স্ব ২৪

৬. এ মনকে আঁখ । বেলাবলী । রূপক ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : হে মন, তাঁরে দেখো । স্ব ২৪

৭. গর্ য়ার্ ন হো সাকি । সুরট । পোস্তা
রবীন্দ্রসংগীত : ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও । স্ব ৪৮

৮. মন মানো । নট । চৌতাল ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : মন জানে মনোমোহন । স্ব ৩৫

৯. পায়েলিয়া মোরে বাজে । ইমন । মধ্যমান
রবীন্দ্রসংগীত : এখনো তারে চোখে দেখি নি । স্ব ৩২

১০ উঁচি চিৎবন। বিভাস। চৌতাল॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে। স্ব ২৪

১১. রঙ্গ যুগত সেঁা। ললিত। সুরফাঁকতাল॥ সঙ্গীত-চন্দ্রিকা
রবীন্দ্রসংগীত : পান্থ এখনো কেন। স্ব ২৭

১২. আজু মন ভাবন। যোগিয়া। কাওয়ালি॥ সঙ্গীত-চন্দ্রিকা
রবীন্দ্রসংগীত : নিশিদিন চাহ রে। স্ব ২৫

১৩. মহাদেব মহেশ্বর। কল্যাণ। ঢিমাতেতালা
রবীন্দ্রসংগীত : মহাবিশ্বে মহাকাশে। স্ব ৪

১৪. দুষ্ট দুর্জ্জন। ইমনকল্যাণ। তেওরা॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি। স্ব ২৩

১৫. ঈশ্বরী নাম জপ। খট্। ঝাঁপতাল॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : পেয়েছি অভয় পদ। স্ব ২৩

১৬. তুম নয়ন মে। গৌঁড়। চৌতাল॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : তুমি জাগিছ কে। স্ব ২৬

১৭. সখি কাঁপত বাকে। জয়জয়ন্তী। ধামার
রবীন্দ্রসংগীত : হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে

১৮. দেবনদেব মহাদেব। দেওগিরি। সুরফাঁক॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : দেবাধিদেব মহাদেব। স্ব ২৩

১৯. ভুলিসি গোবারণ। নটকিন্দ্র। ধামার॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : সাজাব তোমারে হে। স্ব ৩৫

২০. নব ভাবন নবরাঘব। নটমল্লার। চৌতাল॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : চির দিবস নব মাধুরী। স্ব ১২

২১. স্বতি ন মদমাধো। নাচারী তোড়ী। ধামার॥ সঙ্গীত-চন্দ্রিকা
রবীন্দ্রসংগীত : নূতন প্রাণ দাও। স্ব ৪

২২. নিডর ডর ন মাই। শঙ্করী। ঝাঁপতাল॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : কী ভয় অভয়ধামে। স্ব ২৬

২৩. গহন ঘন বঙ্ক। হাম্বীর। চৌতাল
রবীন্দ্রসংগীত : গহন ঘন বনে। স্ব ৩৫

২৪. সব মিলি গাও। হেমখেম। চৌতাল ॥ গীতসূত্রসার ২
রবীন্দ্রসংগীত : সবে মিলি গাও রে। স্ব ২৪

২৫. ভাওয়েরি ভস্ম। শ্রীরাগ। চৌতাল
রবীন্দ্রসংগীত : আইল শান্তসন্ধ্যা। স্ব ৪৫

২৬. প্রথম কর শিঙ্গার। দেশকার। চৌতাল
রবীন্দ্রসংগীত : কামনা করি একান্তে। স্ব ২৫

২৭. অজ্ঞান তমনিকরে। রাজাবিজয়। তেওরা
রবীন্দ্রসংগীত : সংশয়তিমির-মাঝে। স্ব ৪৫

২৮. তুম বিনে রহো। পূরবী। চৌতাল
রবীন্দ্রসংগীত : তোমা লাগি নাথ। স্ব ২২

২৯. তনু মিলন দে। শ্রীরাগ। তেওরা
রবীন্দ্রসংগীত : কার মিলন চাও। স্ব ৩৬

৩০. ব্যাহন লায়ে। ভূপালী। মধ্যমান
রবীন্দ্রসংগীত : ব্যাকুল প্রাণ কোথা

৩১. ঘুঁঘট পট খোলি। ইমন। আড়াঠেকা
রবীন্দ্রসংগীত : এ মোহ-আবরণ খুলে দাও। স্ব ৮

৩২. তেরো রি নয়ন বাণ। ঝিঁঝিট। চৌতাল
রবীন্দ্রসংগীত : তোমারি মধুর রূপে। স্ব ২২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক সংগৃহীত / লিপ্যন্তরিত এই বত্রিশটি মূলগানের মধ্যে (১) কোনো কোনোটি পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত ও লিপ্যন্তরিত, (২) কোনো কোনোটি সংগ্রহের পর প্রকাশিত, এবং (৩) কোনো কোনো গান অপ্রকাশিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমগ্র সংগীত-সংগ্রহের মধ্যে উল্লিখিত বত্রিশটি গান সামান্য অংশ মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথের গান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' গ্রন্থ (১৩০৪) অনুসারে নিম্নলিখিত গানগুলির কথা-রচনা রবীন্দ্রনাথ-কৃত ও সুর-যোজনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত :

১. সখা হে, কী দিয়ে আমি তুষিব। মিশ্র বেলাওল। তাল ফেরতা
২. সমুখেতে বহিছে তটিনী। মিশ্র সিন্ধু। কাওয়ালি
৩. খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা। বাহার। একতালা
৪. ভাসিয়ে দে তরী তবে। জয়জয়ন্তী। কাওয়ালি

এই গানটির 'কথা : শ্রীজ্যো' উল্লিখিত আছে, কিন্তু সুরকারের নামের উল্লেখ নেই।

৫. হা সখী ও আদরে। মিশ্র সিন্ধু। কাওয়ালি
৬. সেই তো বসন্ত ফিরে এল। বাহার। কাওয়ালি
৭. গেল গো, ফিরিল না। গৌড়মল্লার। কাওয়ালি
৮. না সজনি, না। আসোয়ারি। কাওয়ালি
৯. সহে না যাতনা দিবস গণিয়া। বেহাগ। কাওয়ালি
১০. হল না লো, হল না সই। হাম্বীর। কাওয়ালি
১১. হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর। খাম্বাজ। একতালা
১২. বল দেখি সখী লো। বেহাগ। কাওয়ালি
১৩. দাঁড়াও, মাথা খাও, যেয়ো না। দেশ। কাওয়ালি
১৪. ও কী সখা, মুছ আঁখি। বেলাওল। কাওয়ালি
১৫. প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন। বেহাগ। কাওয়ালি
১৬. দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে। দেশ। কাওয়ালি
১৭. কে যেতেছিস আয় রে হেথা। মিশ্র বাগেশ্রী। খেমটা
১৮. সকলি ফুরাইল, যামিনী পোহাইল। টোড়ী। কাওয়ালি
১৯. নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়। মিশ্র। মধ্যমান
২০. নিমেষের তরে শরমে বাধিল। সিন্ধু। কাওয়ালি

বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী প্রসঙ্গের সূচনায় এ স্থলে দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল-বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে ;...তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি— আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে

এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি— সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।"

ভিন্ন প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন :

"ইহার [দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান-ভাঙা পর্বের] পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্ম-সঙ্গীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল, ব্রহ্মসঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার বীণা এখনও নীরব হয় নাই।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনার সূচনায় পারিবারিক সংগীতরচনার ধারা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু তাই সব নয়। দিক্‌দর্শন অংশে রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তি সংক্ষেপে সংকলন করা হয়েছে এ স্থলে তা স্মরণযোগ্য। পূর্ব তালিকার গানগুলি পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় কিছুসংখ্যক গানে সুর-তালের প্রয়োগে বিভিন্ন রচয়িতার মধ্যে ঐক্যসূত্র আছে। সেরূপ ঐক্য-সূত্র রবীন্দ্রসংগীতেও লক্ষিত হয়। তবে তার পরিধি আরো ব্যাপক।

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ ও বাংলা গানের ক্ষেত্রে কীর্তন গানের মর্যাদা ও আভিজাত্য সম্বন্ধে যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সচেতন ছিলেন তাঁর নানা উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণীসংগম' পুস্তকে রবীন্দ্রসংগীতের মূলগান ও ভাঙা গানের যে তালিকা দিয়েছেন তার পর্যালোচনায় দেখা যায় কেবলমাত্র 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থ থেকেই কবি নিম্নলিখিত ধ্রুপদ-রচয়িতাগণের গান ভেঙেছেন—মানদাস, জ্ঞানরঙ্গ, অদারঙ্গ, বৈজু, যদু ভট্ট, হরিহাস স্বামী, কৃষ্ণরসিক, গুণসেন, বুধপ্রকাশ, জানকী দাস, আশকরণ, হিতপরখ, রঙ্গরস, হরনাথ, তুলসীদাস, তানসেন, নবলকিশোর, তানবরষ, আনন্দঘন, ক্ষেমরসিক, অলিআশ, সুরতসেন। অন্য দিকে কীর্তন গানের প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে ব্যাপকভাবে তো আছেই; তা ছাড়া রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতি -রচিত বাংলা গানের প্রভাবও পরিশীলিতরূপে লক্ষ করা যায়। এ-সব তথ্য প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথ দেশের সংগীত-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমূলক ধারাকে তাঁর সংগীতরচনায় নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর সংগীত রচনার প্রতিভাগুণে ক্রমশ তা স্বকীয়তা ও অভিনবত্বের শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

সাহিত্য ও সংগীত এতদুভয়ের মিলিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রসংগীত রচনার বিকাশ হয়েছে তিনটি ধারায়— নাট্য-নাটকের সংশ্লিষ্টতায়, কাব্যসংশ্লিস্টতায়, ও স্বতন্ত্র গান হিসাবে। পরবর্তী সারিকা দ্রষ্টব্য। অতঃপর, এই পরিপ্রেক্ষিতে নাট্য-নাটকভুক্ত গান, কাব্যভুক্ত গান ও স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থভুক্ত গান এই তিনটি বিভাগে বিষয় সন্নিবেশ করা হল।
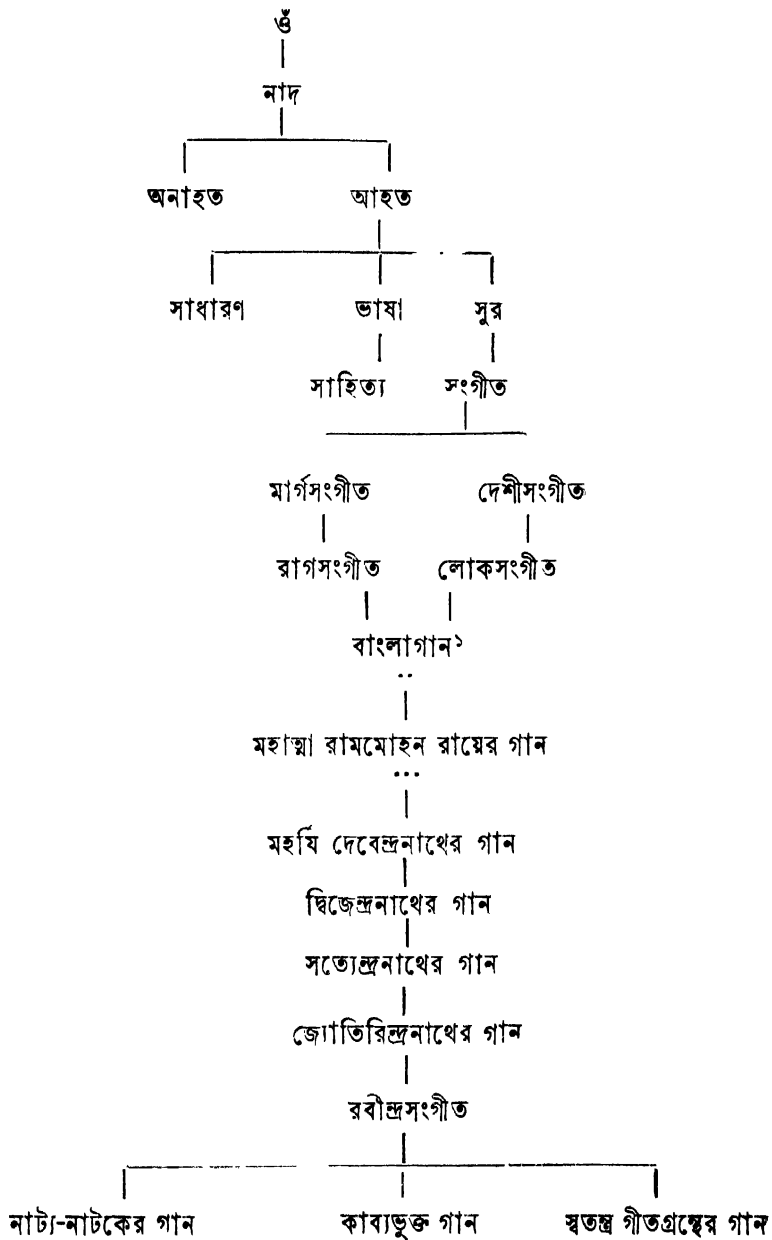
১ এখান থেকে সারিকার পরবর্তী অংশ বর্তমান গ্রন্থের বিষয়-সন্নিবেশ অনুসারে সংক্ষিপ্ত-রূপে উল্লিখিত।

রবীন্দ্র-নাট্যনাটকের গান

নাট্য ও নাটক যেমন সমার্থবোধক নয়, নাট্যসংগীত ও নাট্যরসোপেত সংগীতও একার্থ বহন করে না। নাট্যবিধিসম্বলিত প্রাচীনতম ভারতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে যে-গ্রন্থটি আয়াসলভ্য সেটি হচ্ছে ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। নাট্যশাস্ত্র ভারতবর্ষীয় নাট্যসম্পর্কিত একখানি প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়-সন্নিবেশ গ্রন্থকর্তার নাট্যবিষয়ক জ্ঞানের গভীরতা, পরিধির ব্যাপকতা ও সফল দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে। নাট্যশাস্ত্রভুক্ত বহুবিধ মৌলিক বিষয় নাট্যক্ষেত্রে সর্বকালে অনুসরণের উপযোগী। যে কোনো নাট্যনাটকের আলোচনায় বা উপস্থাপনায় এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট নাট্য-শাস্ত্র-আলোচক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ মহাশয় যথার্থই লিখেছেন :

"The Natyasastra is an encyclopedic work treating all possible subjects connected with the stage craft including the construction of plays of different kind. The care for detail which the author displays is simply astonishing and this shows clearly what a high level of perfection Indians reached in presenting as well as constructing dramatic works. It also demonstrates incidentally what serious attention they paid to the earthly aspects of their life, in spite of their occasional preoccupation with man's destiny in the other world or in successive rebirths. All this give unique importance to the study of this work for an understanding of ancient India's culture"

রবীন্দ্রসংগীত মূলত যেমন এতদ্দেশের সংগীতের ভিত্তিভূমিতে রচিত, রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যনাটকগুলিও ভারতীয় নাট্যঐতিহ্যের মৌলিক বিষয়-গুলির সঙ্গে যোগযুক্ত। বিভিন্ন সময়ে রচিত বিভিন্ন নাট্যনাটকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রীর কণ্ঠে যে সব গান উদ্দিষ্ট হয়েছে সংগীত ও সাহিত্য উভয় দিক থেকে তা অনুধাবনীয়। সেজন্য কালক্রমে রবীন্দ্র-নাট্যনাটকের গানের তালিকা সংক্ষিপ্ত তথ্যসহ অতঃপর সংকলন করা হল।

নাট্যনাটকের নাম প্রকাশকাল পাত্রপাত্রী গান ও স্বরবিতান-খণ্ড উল্লিখিত

১. বাল্মীকিপ্রতিভা। গীতিনাট্য।

প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৮০২ শক (১৮৮১ খৃস্টাব্দ)। তিনটি দৃশ্য -সম্বলিত।

পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণ: ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ। ছয়টি দৃশ্য -সম্বলিত।

"গানের সূত্রে নাট্যের মালা।"

পাত্রপাত্রী ॥ বনদেবীগণ, দস্যুদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), বালিকা, বাল্মীকি, ব্যাধগণ (প্রথম, দ্বিতীয়), সরস্বতী, লক্ষ্মী।

সংগীতলিপি: স্ব ৪৯ (= স্বরবিতান ঊনপঞ্চাশত্তম খণ্ড)।

২. রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। ১৮০৩ শক (১৮৮১ খৃস্টাব্দ)।

পাত্রপাত্রী ॥ রুদ্রচণ্ড, অমিয়া, চাঁদকবি, দ্বাররক্ষক, পান্থ, দূত, সেনাপতি, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ।

গান ॥ অমিয়া। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল। স্ব ৩৫

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল। স্ব ২০

৩. কালমৃগয়া। গীতিনাট্য। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (১৮৮২ খৃস্টাব্দ)।

"গানের সূত্রে নাট্যের মালা।"

পাত্রপাত্রী ॥ ঋষিকুমার, লীলা, বনদেবীগণ (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি), অন্ধ ঋষি, বনদেবতা, শিকারীগণ (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), বিদূষক, দশরথ।

সংগীতলিপি: স্ব ২৯।

৪. নলিনী। নাট্য। ১২৯১ (১৮৮৪ খৃস্টাব্দ)।

পাত্রপাত্রী ॥ নীরদ, নলিনী, ফুলি (বালিকা), নবীন, প্রতিবেশিনী, নীরজা।

গান ॥ নীরদ। হা কে বলে দেবে। স্ব ২০

ফুলি। ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে। স্ব ২০

নবীন। ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে। স্ব ১০

ফুলি। মনে রয়ে গেল মনের কথা। স্ব ২০

৫. মায়ার খেলা। গীতিনাট্য। অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক (১৮৮৮ খৃস্টাব্দ)।

"নাট্যের সূত্রে গানের মালা।"

পাত্রপাত্রী ॥ মায়াকুমারীগণ (প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি), অমর, শান্তা, প্রমদার সখীগণ (প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি), প্রমদা, কুমার, অশোক, পুরনারী ও পৌরজন।

সংগীতলিপি : স্ব ৪৮।

৬. রাজা ও রাণী। নাটক। ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ (১৮৮৯ খৃস্টাব্দ)।

পাত্রপাত্রী ॥ দেবদত্ত, বিক্রমদেব, লোকারণ্য (কিনুনাপিত, মনসুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, নন্দলাল, শ্রীহর বলু, হরিদীন কুমোর, মন্নুরাম কায়স্থ, জওহর তাঁতি প্রভৃতি), সুমিত্রা, কঞ্চুকী, নারায়ণী, ত্রিবেদী, বৃদ্ধ অমাত্য, জয়সেন, মিহিরগুপ্ত, সভাসদ, অনুচর, একজন পুরুষ ও স্ত্রী, শংকর, দুইজন সৈনিক, কুমারসেন, ইলা, সখীগণ, পরিচারিকা, রেবতী, চন্দ্রসেন, সেনাপতি, চর (প্রথম দ্বিতীয়), যুধাজিৎ, লোক-সমাগম (প্রথম দ্বিতীয় মহাজন জনার্দন, পঞ্চম ষষ্ঠ প্রভৃতি) অমরুরাজ, প্রহরী, কাঠুরিয়া, মধুজীবী, শিকারী, দুইজন অনুচর, রামচরণ।

গান ॥ প্রথম সৈনিক। ঐ আঁখি রে
সখীগণ। যদি আসে তবে কেন যেতে চায়
ইলা। এরা পরকে আপন করে
প্রথম সখী। বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে
ঐ বুঝি বাঁশি বাজে
লোকগণ। যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ইলা। আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
কাঠুরিয়া। বঁধু, তোমায় করব রাজা

সংগীতলিপি : স্ব ২৮।

৭. বিসর্জন। নাটক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (১৮৯০ খৃস্টাব্দ)।

তুলনীয় রাজর্ষি (১২৯৩ : ১৮৮৭ খৃস্টাব্দ) উপন্যাস।

পাত্রপাত্রী ॥ গুণবতী, রঘুপতি, জয়সিংহ, গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা, সভাসদ্‌গণ; নয়নরায়, মন্ত্রী, নক্ষত্ররায়, চাঁদপাল, পরি-চারিকা, একদল লোক (নেপাল গণেশ হারু কানু প্রভৃতি)

তথা পুরবাসিগণ, রানীর অনুচর, জনতা (গণেশ অক্রূর কানু হারু ক্ষান্তমণি চিন্তামণি প্রভৃতি, নিস্তারিণী গোবর্ধন), প্রহরীগণ, চর।

গান ॥ অপর্ণা। আমি একলা চলেছি এ ভবে

পুরবাসিগণ। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে

অপর্ণা। ওগো পুরবাসী

জয়সিংহ। আমারে কে নিবি ভাই

প্রজাগণ। থাকতে আর তো পারলি নে মা

সংগীতলিপি : স্ব ২৮

৮. গোড়ায় গলদ। প্রহসন। ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ (১৮৯২ খৃস্টাব্দ)।

পাত্রপাত্রী ॥ চন্দ্রকান্ত, নলিনাক্ষ, বিনোদবিহারী, নিমাই, ক্ষান্তমণি, নিবারণ, শিবচরণ, ইন্দুমতী, ভৃত্য, কমলমুখী, শ্রীপতি, ভূপতি, লোকারণ্য (বিবাহসভা), অন্য স্ত্রীগণ (বাসর ঘর), ললিত।

গান ॥ প্রথমে চন্দ্র

পরে সকলে। যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক। দ্রষ্টব্য স্ব ৫।

৯. ব্যঙ্গকৌতুক। কৌতুকনাট্য (ও নিবন্ধ)। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

বিনি পয়সার ভোজ :

গান ॥ অক্ষয়। যদি জোটে রোজ। স্ব ২৮

বশীকরণ :

পাত্রপাত্রী ॥ আশু, অন্নদা, বাড়িওয়ালা ও তাহার স্ত্রী, মাতাজি, রামচরণ, শ্যামাসুন্দরী, ভৃত্য, নিরুপমা, স্ত্রীদল।

গান ॥ নিরুপমা। আমি কী বলে করিব নিবেদন। স্ব ২২

রমণীগণ। এবার সখী সোনার মৃগ। স্ব ২৮

১০. শারদোৎসব। নাটক। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]।

পাত্রগণ ॥ বালকগণ, লক্ষেশ্বর, ঠাকুরদাদা, উপনন্দ, ধনপতি, সন্ন্যাসী, রাজদূত, বন্দিগণ, রাজা, একদল লোক, অমাত্যগণ।

গান ॥ সূচনা। আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে

বালকগণ। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ। আজ ধানের খেতে
ঠাকুরদাদা। আনন্দেরই সাগর থেকে
সন্ন্যাসী। তোমার সোনার থালায় সাজাব
বন্দিগণ। রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু। স্ব ৫৬
সন্ন্যাসী। নবকুন্দধবলদল-সুশীতলা
ঠাকুরদাদা ও বালকগণ। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
সন্ন্যাসী। লেগেছে অমল ধবল পালে
ঠাকুরদাদা ও সকলে। আমার নয়ন-ভুলানো এলে

৬-সংখ্যক ছাড়া বাকি সবগুলি গানের লিপি : স্ব ৫০ (শেফালি)।

১১. প্রায়শ্চিত্ত। নাটক। '১ বৈশাখ ১৩১৬' (১৯০৯)।

বৌ ঠাকুরাণীর হাট (পৌষ ১৮০৪ শক : ১২৮৯) উপন্যাসের নাট্যীকৃত রূপ।

পাত্রপাত্রী ॥ উদয়াদিত্য, সুরমা, প্রতাপাদিত্য, মন্ত্রী, পাঠান, বসন্তরায়, বিভা, ধনঞ্জয়, প্রজাদল, রামচন্দ্র, রমাই ভাঁড়, মন্ত্রী, ফর্ণাণ্ডিজ, রামমোহন, নটী, লছমন সর্দার, নটনটীগণ, মহিষী, বামী, প্রহরী, পিতাম্বর, অনুচর, সীতারাম, ভাগবতের স্ত্রী, ভৃত্য, দ্বারী, মুক্তিয়ার খাঁ, কতিপয় সৈন্য, জনৈক পথিক, কতিপয় বালক।

গান ॥ বসন্তরায়। বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ
সুরমা। ওর মানের এ বাঁধ
বসন্তরায়। আজ তোমারে দেখতে এলেম
বসন্তরায়। মলিন মুখে ফুটুক হাসি
বসন্তরায়। মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
ধনঞ্জয়। আরো আরো প্রভু, আরো আরো
ধনঞ্জয়। আমরা বসব তোমার সনে
ধনঞ্জয়। আমাকে যে বাঁধবে ধরে
ধনঞ্জয়। কে বলেছে তোমায় বঁধু
ধনঞ্জয়। বলো ভাই, ধন্য হরি (বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি)
রামমোহন। সারা বরষ দেখি নে মা

বসন্তরায়। হাসিরে কি লুকাবি লাজে

নটী। না বলে যেয়ো না চলে

নটী। ও যে মানে না মানা

তৃতীয়া নটী। নয়ন মেলে দেখি আমায়

ধনঞ্জয় ও সকলে। আমারে পাড়ায় পাড়ায়

ধনঞ্জয়। রইল বলে রাখলে কারে

ধনঞ্জয়। ওরে আগুন, আমার ভাই

ধনঞ্জয়। ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে

বসন্তরায় (ও কতিপয় বালক)। ওকে ধরিলে তো

ধনঞ্জয়। সকল ভয়ের ভয় যে তারে

ধনঞ্জয়। গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ

ধনঞ্জয়। আমি ফিরব না রে

সংগীতলিপি : স্ব ৯ (প্রায়শ্চিত্ত)।

১২. রাজা। নাটক। [১৯১০]।

পাত্রপাত্রী ॥ সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, রাজা, পথিক (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় জনার্দন কৌণ্ডিল্য ভবদত্ত প্রভৃতি), প্রহরী, ঠাকুরদা, বালকগণ, নাগরিকদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিশ্ববসু বিরূপাক্ষ প্রভৃতি), একদল লোক (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), একদল পদাতিক ও পথিক (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কুম্ভ মাধব বিরাজ-দত্ত প্রভৃতি), রাজবেশী, পাগল, অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ, পদাতিকগণ, একদল স্ত্রীলোক (প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি), নাচের দল, সখী রোহিণী, বাউলের দল, কান্যকুব্জরাজ, মন্ত্রী, দূত, সুবর্ণ, রাজগণ (বিদর্ভ, কলিঙ্গ, বিরাট, পাঞ্চাল প্রভৃতি)।

গান ॥ সুরঙ্গমা। খোলো খোলো দ্বার। স্ব ৪২

সুরঙ্গমা। এ যে মোর আবরণ

সুরঙ্গমা। কোথা বাইরে দূরে। স্ব৪২

ঠাকুরদা। আজি দখিনদুয়ার খোলা। স্ব ৪২

তৃতীয় পথিক। যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা

ঠাকুরদা। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই। স্ব ৪২
বাউলের দল। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে। স্ব ৪২
পাগল। তোরা যে যা বলিস ভাই। স্ব ৫৬
ঠাকুরদা। আজি কমলমুকুলদল খুলিল। স্ব ৩৬
ঠাকুরদা ও পথিকদল। মোদের কিছু নাই রে নাই। স্ব ৪২
নাচের দল (নৃত্য ও গীত)। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে। স্ব ৪২
ঠাকুরদা। বসন্তে কি শুধু কেবল। স্ব ৪২
বালকগণ। বিরহ মধুর হল আজি। স্ব ৩৬
বাউলের দল। যা ছিল কালো ধলো। স্ব ৪২
ঠাকুরদা। আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা। স্ব ৪২
ঠাকুরদা। আমার সকল নিয়ে বসে আছি। স্ব ৪২
ঠাকুরদা। আমার ঘুর লেগেছে
সুরঙ্গমা। পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে। স্ব ৩৬
রাজা। আমি রূপে তোমায় ভোলাব না। স্ব ৪২
সুরঙ্গমা। ভয়েরে মোর আঘাত করো
সুরঙ্গমা। আমি তোমার প্রেমে হব
সুরঙ্গমা। আমি কেবল তোমার দাসী
এ অন্ধকার ডুবাও তোমার
ঠাকুরদা। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। স্ব ৩৮
সুরঙ্গমা। অন্ধকারের মাঝে আমায়
সুরঙ্গমা। ভোর হল বিভাবরী। স্ব ৪২

১৩. ডাকঘর। নাটক। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]।

পাত্রপাত্রী ॥ মাধব দত্ত, কবিরাজ, ঠাকুরদা, অমল, দইওয়ালা, প্রহরী, মোড়ল, বালিকা (সুধা), ছেলের দল, রাজদূত, রাজ-কবিরাজ।

১৩৪৬ সালে সংযোজিত গান :

১. আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল
২. বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে
৩. শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে। স্ব ৫৩

৪. এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে
৫. সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন
৬. কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
৭. সমুখে শান্তিপারাবার। স্ব ৫৫

১৪. অচলায়তন। নাটক। [২ অগস্ট ১৯১২]।

পাত্রগণ। পঞ্চক, মহাপঞ্চক, ছাত্রদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিশ্বম্ভর সঞ্জীব জয়োত্তম প্রভৃতি), সুভদ্র (ছাত্রী), উপাধ্যায়, আচার্য, উপাচার্য, শোণপাংশুদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), দাদাঠাকুর, তৃণাঞ্জন (ছাত্র), অধ্যেতা, রাজা, দর্ভকদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ), শঙ্খবাদক, মালী।

গান। পঞ্চক। তুমি ডাক দিয়ে কোন্ সকালে। স্ব ৫২
পঞ্চক। দূরে কোথায় দূরে দূরে। স্ব ৫২
পঞ্চক। এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো। স্ব ৫২
প্রথম শোণপাংশু। আমরা চাষ করি আনন্দে। স্ব ৫২
তৃতীয় শোণপাংশু। কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে। স্ব ৫২
শোণপাংশুগণ। সব কাজে হাত লাগাই মোরা। স্ব ৫২
পঞ্চক। ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে। স্ব ১২
প্রথম শোণপাংশু। এই একলা মোদের হাজার মানুষ। স্ব ৫২
দাদাঠাকুর। যা হবার তা হবে। স্ব ৫২
পঞ্চক। আমি কারে ডাকি গো
দাদাঠাকুর। বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ। স্ব ১১
পঞ্চক। আজ যেমন করে গাইছে আকাশ। স্ব ৫২
পঞ্চক। হারে রে রে রে রে রে। স্ব ১১
পঞ্চক। ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে। স্ব ৫২
পঞ্চক। এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে। স্ব ৫২
দর্ভকদল। ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি। স্ব ৫২
দর্ভকদল। আমরা তারেই জানি তারেই জানি। স্ব ৫২
পঞ্চক। সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া। স্ব ৫২
দর্ভকদল। উতলধারা বাদল ঝরে। স্ব ১১ ও ৩৬

বালকদল। আলো, আমার আলো, ওগো। স্ব ৫২

শোণপাংশুগণ। যিনি সকল কাজের কাজী। স্ব ৪২

পঞ্চক। আমি যে সব নিতে চাই। স্ব ৫২

পঞ্চক। আর নহে আর নয়। স্ব ৫২

১৫. ফাল্গুনী। নাটক। ১৯১৬ খৃস্টাব্দ।

"এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।"

পাত্রগণ॥ রাজা, মন্ত্রী, শ্রুতিভূষণ, কবিশেখর, নববসন্তের দূতগণ, শীত, নবযৌবনের দল— চন্দ্রহাস (উক্তদলের প্রিয়সখা), দাদা (উক্ত দলের প্রবীণ যুবক), জীবন সর্দার (উক্ত দলের নেতা), অন্ধ বাউল, মাঝি, কোটাল, অনাথকলু ইত্যাদি।

গান॥ সূচনা। পথ দিয়ে কে যায় গো চলে

বেণুবনের গান। ওগো দখিন হাওয়া

পাখির নীড়ের গান। আকাশ আমায় ভরল

ফুলন্ত গাছের গান। ওগো নদী, আপন বেগে

যুবকদল। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে

মোদের যেমন খেলা

আমাদের পাকবে না চুল

আমাদের ভয় কাহারে

দুরন্ত প্রাণের গান। আমরা খুঁজি খেলার সাথি

শীতের বিদায় গান। ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো

নবযৌবনের গান। আমরা নূতন প্রাণের চর

যুবকদল। আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে

ভালোমানুষ নই রে মোরা

বসন্তের হাসির গান। ওর ভাব দেখে যে

আসন্ন মিলনের গান। আর নাই যে দেরি
যুবকদল। মোরা চলব না
বাউল। ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
প্রত্যাগত যৌবনের গান। বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
নূতন আশার গান। এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
বোঝাপড়ার গান। এবার তো যৌবনের কাছে
নবীন রূপের গান। এত দিন যে বসে ছিলেম
যুবকদল। তুই ফেলে এসেছিস কারে
আমি যাব না গো অমনি চলে
বাউল। সবাই সারে সব দিতেছে
বসন্তে ফুল গাঁথল
যুবকদল। চোখের আলোয় দেখেছিলেম
বাউল। হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
তোমায় নতুন করে পাব বলে
সকলে। আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে

সংগীতলিপি : স্ব ৭ (ফাল্গুনী)

১৬. গুরু। নাটক। ১ ফাল্গুন ১৩২৪ [১৯১৮]

"সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি [২ অগস্ট ১৯১২] "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন ১ ফাল্গুন ১৩২৪।

পাত্রগণ ॥ একদল বালক (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সঞ্জীব জয়োত্তম বিশ্বম্ভর প্রভৃতি), পঞ্চক, মহাপঞ্চক, সুভদ্র (বালক), উপাধ্যায়, আচার্য, উপাচার্য, অধ্যেতা, পদাতিক, রাজা, দূত, যূনকদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), দাদাঠাকুর, দর্ভকদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি), মালী, শঙ্খবাদক।

গান ॥ পঞ্চক। তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে। স্ব ৫২
ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে। স্ব ৫২
এ পথ গেছে কোন্খানে গো। স্ব ৫২

যূনকগণ। আমরা চাষ করি আনন্দে। স্ব ৫২

সব কাজে হাত লাগাই মোরা। স্ব ৫২

দর্ভকদল। ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি। স্ব ৫২

যূনক ও দর্ভকদল। ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়। স্ব ৪৪

১৭. অরূপ রতন। নাটক। [১৯১০]। ১৩৪২ কার্তিকে পুনর্লিখিত।

"এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের [১৯২০] অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাঘ ১৩২৬

পাত্রপাত্রী॥ সুরঙ্গমা, রাজা (নেপথ্যে), সুদর্শনা, বিদেশী পথিকদল (বিরাজদত্ত ভদ্রসেন মাধব প্রভৃতি), ঠাকুরদা (সদলে), মেয়ের দল (প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি), দেশী পথিকদল (কৌণ্ডিল্য জনার্দন কুম্ভ প্রভৃতি), বাউল, একদল পদাতিক (প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি), রাজবেশধারী (সুবর্ণ), রাজা বিজয়বর্মা বিক্রমবাহু ও বসুসেন, প্রতিহারী, বালকগণ, গানের দল, নাগরিকদল (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), সৈনিক।

গান॥ প্রস্তাবনা : চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো

সুরঙ্গমা। আমি যখন ছিলেম অন্ধ

প্রভু, বলো বলো কবে

খোলো খোলো দ্বার

কোথা বাইরে দূরে যায় রে

ঠাকুরদা। আজি দখিন দুয়ার খোলা

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই

বাউল। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

ঠাকুরদা। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে

সুরঙ্গমা। বাহিরে ভুল হানবে যখন

বালকগণ। কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে

বাউল। যা ছিল কালো ধলো

ঠাকুরদা। আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা

গানের দল। আগুনে হল আগুনময়

সুরঙ্গমা। আমি রূপে তোমায় ভোলাব না

সুরঙ্গমা। ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর

বসন্ত, তোর শেষ করে দে

এখনো গেল না আঁধার

ঠাকুরদা। আমার সকল নিয়ে বসে আছি

সুরঙ্গমা। পথের সাথি, নমি বারংবার

গানের দল। আমার অভিমানের বদলে আজ

সুরঙ্গমা। আমার আর হবে না দেরি

নেপথ্যে গান : ভোর হল বিভাবরী পথ হল অবসান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে

সংগীতলিপি : স্ব ৪২ (অরূপরতন)।

১৮. ঋণশোধ। নাটিকা। ১৯২১।

তুলনীয় 'শারদোৎসব' নাটক [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

পাত্রগণ ॥ মন্ত্রী, সম্রাট বিজয়াদিত্য, সেনাপতি, শেখর, লক্ষেশ্বর, বালকগণ (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি), ঠাকুরদাদা, উপনন্দ, সন্ন্যাসী, রাজা সোমপাল, রাজদূত, বন্দিগণ, একদল লোক (প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি)।

গান ॥ সূচনা : হৃদয়ে ছিলে জেগে। স্ব ১৪

শেখর। আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে। স্ব ৫০

সারা নিশি ছিলেম শুয়ে। স্ব ১৪

বালকগণ। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। স্ব ৫০

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ। আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়। স্ব ৫০

শেখর। আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে। স্ব ১৪

কেন যে মন ভোলে মন জানে না। স্ব ১৪

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই। স্ব ৪২

বন্দিগণ। রাজরাজেন্দ্র জয়তু জয় হে। স্ব ৫৬

শেখর। দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া। স্ব ১৪

তোমার সোনার থালায় সাজাব। স্ব ৫০

ছেলেরা সকলে। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ। স্ব ৫০

শেখর ও বালকগণ। আমার নয়ন-ভুলানো এলে। স্ব ৫০

১৯. মুক্তধারা। নাটক। বৈশাখ ১৩২৯ [১৯২২]।

পাত্রপাত্রী ॥ সন্ন্যাসীদল, পথিক, নাগরিক, স্ত্রীলোক (অম্বা), দূত, বিভূতি, নাগরিকগণ (১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি), রাজা রণজিৎ, মন্ত্রী, প্রতিহারী, রাজা বিশ্বজিৎ, একদল ছাত্র, গুরুমশায়, বটুক, যুবরাজ অভিজিৎ, রাজকুমার সঞ্জয়, রাজপ্রহরী উদ্ধব, সেনাপতি বিজয়পাল, বাউল, ফুলওয়ালী, বৈরাগী ধনঞ্জয়, একদল প্রজা (১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি), গণেশ সর্দার, দুই স্ত্রীলোক, কুন্দন, দুইজন রাজদূত, নরসিঙ ও একদল লোক (কঙ্কর বনোয়ারি হুব্বা প্রভৃতি), চর।

গান ॥ সন্ন্যাসীদল। জয় ভৈরব, জয় শংকর। স্ব ৫১

সকলে। নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র। স্ব ৫২

বাউল। ও তো আর ফিরবে না রে। স্ব ৫২

ধনঞ্জয়। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব। স্ব ৫২

আরো, আরো, প্রভু, আরো। স্ব ৯

ভুলে যাই থেকে থেকে। স্ব ৫২

আমাকে যে বাঁধবে ধরে। স্ব ৫২

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে। স্ব ৯

রইল বলে রাখলে কারে। স্ব ৯

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না। স্ব ৫২

আগুন, আমার ভাই। দ্রষ্টব্য স্ব ৯

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরোবে

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে। স্ব ৫২

২০. বসন্ত। ফাল্গুন ১৩২৯ [১৯২৩]।

রাজা, কবি। বসন্তের পরিচরগণ, বনভূমি, আম্রকুঞ্জ, করবী, বেণুবন, দীপশিখা, ঋতুরাজের পরিচরবর্গ, মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী,

দখিনহাওয়া, মাধবী মালতী ইত্যাদি, ঋতুরাজ, বনপথ, ঝুমকোলতা, আকন্দ, ধুতুরা, জবা।

গান ॥ বসন্তের পরিচরগণ।

সব দিবি কে, সব দিবি পায়

বনভূমি। বাকি আমি রাখব না কিছুই

আম্রকুঞ্জ। ফল ফলাবার আশা

করবী। যদি তারে নাই চিনি গো

বেণুবন। দখিনহাওয়া, জাগো জাগো

দীপশিখা। ধীরে ধীরে ধীরে বও

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ।

সহসা ডালপালা তোর

মাধবী। সে কি ভাবে গোপন রবে

শালবীথিকা। ভাঙল হাসির বাঁধ

বকুল। ও আমার চাঁদের আলো

নদী। কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা

দখিনহাওয়া। শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল

মাধবী মালতী ইত্যাদি ও ঋতুরাজ।

তোমার বাস কোথা যে পথিক

বনপথ ও ঋতুরাজ। আজ দখিনবাতাসে

ঋতুরাজ। এখন আমার সময় হল

মাধবী। বিদায় যখন চাইবে তুমি

ঋতুরাজ। এ বেলা ডাক পড়েছে

ঝুমকোলতা। না, যেয়ো নাকো

আকন্দ। এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো

ধুতুরা। আজ খেলাভাঙার খেলা

জবা। ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে

সকলে। ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক

সংগীতলিপি : স্ব ৬ (বসন্ত)।

২১. গৃহপ্রবেশ। নাটক। আশ্বিন ১৩৩২ [১৯২৫]।

পাত্রপাত্রী ॥ প্রতিবেশিনী, হিমি, মণি, মাসি, যতীন, ডাক্তার, অখিল, শৈল, শম্ভু।

গান ॥ হিমি। খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি। স্ব ৩১

বাজো রে বাঁশরি বাজো। স্ব ১

যৌবনসরসীনীরে। স্ব ১

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে। স্ব ৩০

যতীন। ওরে মন যখন জাগলি না রে। স্ব ৪৪

হিমি। ঐ মরণের সাগরপারে। স্ব ২

যদি হল যাবার ক্ষণ। স্ব ২

অগ্নিশিখা, এসো এসো। স্ব ৩০

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে। স্ব ৩৪

২২. শেষ বর্ষণ। রচনা : ১৩৩২। প্রকাশ : ১৩৩৩ (কথা ও গান -সহ 'ঋতু-উৎসব' গ্রন্থে)।

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা।

গান ॥ এস নীপবনে। স্ব ৩১

ঝরে ঝরো ঝরো। স্ব ৩১

কোথা যে উধাও হল। স্ব ২

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে। স্ব ৩১

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা। স্ব ৩১

পুব হওয়াতে দেয় দোলা। স্ব ৩০

অশ্রুভরা বেদনা। স্ব ২

ধরণীর গগনের। স্ব ৩০

পথিক মেঘের। স্ব ৩১

বন্ধু, রহো রহো। স্ব ২

ঐ আসে ঐ অতি। স্ব ৩১

একলা বসে বাদলশেষে। স্ব ৩১

শ্যামল শোভন শ্রাবণ। স্ব ৩১

দেখো শুকতারা আঁখি। স্ব ৩১

ওলো শেফালি। স্ব ৩১

যে ছায়ারে ধরব বলে। স্ব ৩১

এস শরতের অমল। স্ব ২

ওগো শেফালিবনের। স্ব ৫০

এবার অবগুণ্ঠন খোলো। স্ব ৩০

তোমার নাম জানি নে। স্ব ৩১

কার বাঁশি নিশিভোরে। স্ব ২

হে ক্ষণিকের অতিথি। স্ব ৩১

আমার রাত পোহালো। স্ব ২

গান আমার যায় ভেসে। স্ব ৩১

বিভিন্ন গান গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠের উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে একক বা সম্মেলক ভাবে গেয়, ক্ষেত্র বিশেষে নৃত্যসহযোগে।

২৩. চিরকুমার সভা। নাটক। ফাল্গুন ১৩৩২ [১৯২৬]

তুলনীয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]।

পাত্রপাত্রী ॥ পুরবালা, অক্ষয়, শৈলবালা, জগত্তারিণী, নৃপবালা, নীরবালা, রসিক, চাকর, মৃত্যুঞ্জয়, দারুকেশ্বর, ভৃত্য, শ্রীশ, বিপিন, প্রৌঢ় ব্যক্তি, বনমালী, চন্দ্রমাধববাবু, পূর্ণ, নির্মলা, গুরুদাস, বেহারা।

গান ॥ অক্ষয়। কী জানি কী ভেবেছ। স্ব ৫৬

পাছে চেয়ে বসে। স্ব ৫৬

বড়ে থাকি কাছাকাছি। স্ব ৫৬

নীরবালা। না বলে যায় পাছে। স্ব ১

অক্ষয়। না, না গো, না। স্ব ৩০

দেখব কে তোর। স্ব ৫৬

তুমি আমায় করবে অভয় দাও তো। স্ব ৫৬

কত কাল রবে। স্ব ৫৬

আমি কেবল ফুল

চির-পুরানো চাঁদ

পোড়া মনে শুধু

যারে মরণদশায় ধরে

সকলি ভুলেছে ভোলা

অক্ষয়। স্বর্গে তোমায় নিয়ে। স্ব ৫৬

কার হাতে যে ধরা দেব

নীরবালা। জয়যাত্রায় যাও। স্ব ১

(নেপথ্য গান) ওগো, তোরা। স্ব ৩২

নীরবালা। যেতে দাও গেল। স্ব ৩১

অক্ষয়। ওগো দয়াময়ী চোর চলেছে ছুটিয়া। স্ব ৫৬

মনোমন্দিরসুন্দরী। স্ব ৫৬

নীরবালা। ও আমার ধ্যানেরই ধন। স্ব ২

জলে নি আলো। স্ব ২

শ্রীশ। নিশি না পোহাতে। স্ব ৩৩

ওরে সাবধানী পথিক। স্ব ১৬

বিপিন। তরী আমার হঠাৎ। স্ব ৩১

অক্ষয়। বিরহে মরিব বলে

গুরুদাস। তোমায় চেয়ে আছি। স্ব ৩১

অক্ষয়। অলকে কুসুম না দিয়ো। স্ব ৩৩

শ্রীশ। কেন সারাদিন ধীরে ধীরে। স্ব ৩২

অক্ষয়। ভুলে ভুলে আজ ভুলময়

২৪. শোধ বোধ। নাটক। [১৯ জুন ১৯২৬]

তুলনীয় 'কর্মফল' গল্প [১৯০৩]।

পাত্রপাত্রী ॥ নলিনী, চারুবালা, চাপরাশি, মিসেস লাহিড়ী, মিস্টার লাহিড়ী, সতীশ, বিধুমুখী, সুকুমারী, শশধরবাবু, ভৃত্য, মন্মথ, বিধবা জা, নন্দী, হরেন।

গান ॥ নন্দিনী। সে আমার গোপন কথা। স্ব ১

বেদনার ভরে গিয়েছে। স্ব ১

উজাড় করে লও হে। স্ব ২

২৫. নটীর পূজা। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]।

তুলনীয় 'পূজারিণী'—"কথা" [১৯০০]।

পাত্রপাত্রী ॥ ভিক্ষু উপালি, নটী, রাজকন্যাগণ (বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী, অজিতা, ভদ্রা), মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা, মল্লিকা, শ্রীমতী, মালতী, অনুচরী, একদল নারী, রক্ষিণীদল (প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি), রাজকিংকরীগণ, প্রতিহারিণী।

গান ॥ উপালি। পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল। স্ব ১৩

শ্রীমতী। নিশীথে কী কয়ে গেল। স্ব ১

বাঁধন কেন ভূষণ বেশে

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে। স্ব ১

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে। স্ব ২

আর রেখো না আঁধারে। স্ব ৩

ভিক্ষুগণ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। স্ব ১

শ্রীমতী। পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে। স্ব ২

হে মহাজীবন, হে মহামরণ। স্ব ২

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান। স্ব ২

ভিক্ষুগণ। সকলকলুষতামসহর। স্ব ১৩

এবং তা ছাড়া, কয়েকটি গেয় মন্ত্র আছে।

২৬. রক্তকরবী। নাটক। ১৩৩১ [১৯২৬]

পাত্রপাত্রী ॥ নন্দিনী, কিশোর, অধ্যাপক, গোকুল, ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশু, সর্দার, গোঁসাই, মোড়ল, ছোটো সর্দার, পুরাণবাগীশ, পালোয়ান, চিকিৎসক, মেজোসর্দার, কয়েকদল লোক।

গান ॥ নন্দিনী। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে। স্ব ৩০

বিশু। মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে। স্ব ১

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল

তোমায় গান শোনাব। স্ব ৩০

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার। স্ব ১

নন্দিনী। ভালোবাসি ভালোবাসি। স্ব ২

বিশু। যুগে যুগে বুঝি আমায়। স্ব ৩০

শেষ ফসলের ফসল এবার

২৭. ঋতু-উৎসব। নাট্য-সংগ্রহ (শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর, ফাল্গুনী)। ১৩৩৩ [১৯২৬]।

স্বতন্ত্রভাবে পূর্বে প্রকাশিত।

২৮. নটরাজ। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'। বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪।

গান॥ নৃত্যের তালে তালে। স্ব ২

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ। স্ব ২

নমো, নমো, হে বৈরাগী। স্ব ৫

মধ্যদিনে যবে গান। স্ব ২

তপের তাপের বাঁধন কাটুক। স্ব ২

গগনে গগনে আপনার মনে। স্ব ২

পাগল আজি আগল খোলে

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা। স্ব ১

আলোর অমল কমলখানি। স্ব ২

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল। স্ব ৩

হিমের রাতে ঐ গগনের। স্ব ২

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন। স্ব ২

হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে। স্ব ২

তোমার আসন পাতব কোথায়। স্ব ২

মুখখানি কর মলিন বিধুর। স্ব ৫৭

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার। স্ব ২

মনে রবে কি না রবে আমারে। স্ব ২

চরণরেখা তব। স্ব ২

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে। স্ব ৩

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো। স্ব ১

দ্রষ্টব্য: বনবাণী (আশ্বিন ১৩৩৮)।

২৯. ঋতুরঙ্গ। বসুমতী, পৌষ ১৩৩৪।

গান ॥ নৃত্যের তালে তালে। স্ব ২
নমো নমো, হে বৈরাগী। স্ব ৫
এসো এসো, এসো হে বৈশাখ। স্ব ২
হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর। স্ব ১৫
নম নম, করুণাঘন। স্ব ৫
{তপের তাপের বাঁধন কাটুক। স্ব ২
{ঐ কি এলে আকাশপারে। স্ব ২
গগনে গগনে আপনার মনে। স্ব ২
শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার। স্ব ২
{কেন পান্থ এ চঞ্চলতা। স্ব ১
{যাত্রা বেলায় রুদ্ররবে। স্ব ১
নির্মল কান্ত, নমো হে নম। স্ব ৫
{আলোর অমল কমলখানি। স্ব ২
{সেই তো তোমার পথের বঁধু। স্ব ২
চরণরেখা তব। স্ব ২
শিউলি ফুল, শিউলি ফুল। স্ব ৩
নম, নম, নম। তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য। স্ব ৫
হিমের রাতে ঐ গগনের। স্ব ২
{শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই। স্ব ১৫
{হায় হেমন্ত-লক্ষ্মী। স্ব ২
নম, নম, নম নম। নির্দয় অতি করুণা। স্ব ৫
যেতে যেতে একলা পথে। স্ব ১১ ও ৪২
{শীতের হাওয়ার লাগল নাচন। স্ব ১৫
{শীতের বনে কোন্ সে কঠিন। স্ব ২
নম নম নম নম তুমি সুন্দরতম। স্ব ৫
তোমার আসন পাতব কোথায়। স্ব ২
রঙ্ লাগালে বনে বনে। স্ব ৩
সন্ন্যাসী যে জাগিল, ঐ জাগিল

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো। স্ব ১

দ্রষ্টব্য : বনবাণী (আশ্বিন ১৩৩৮)।

৩০, শেষ রক্ষা। প্রহসন। শ্রাবণ ১৩৩৫ [১৯২৮]।

'গোড়ায় গলদ' নাটকের [১৮৯২] অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

পাত্রপাত্রী ॥ ক্ষান্তমণি, ইন্দুমতী, কমল, চন্দ্রকান্ত, বিনোদ, গদাই, নিবারণ শিবচরণ, ভৃত্য, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি, ভূপতি, বুড়ি ঝি, একব্যক্তি (দরজি), ললিত, ঠাকুরদাসী।

গান ॥ কমল। ডাকিল মোরে জাগার সাথি। স্ব ১

ইন্দু। হায় রে, ওরে যায় না কি জানা। স্ব ২

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে। স্ব ২

(নেপথ্যে গান) কাছে যবে ছিল। স্ব ২

ইন্দু। এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায়। স্ব ২

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা। স্ব ১

(নেপথ্যে গান) মুখ-পানে চেয়ে দেখি। স্ব ২

চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি। জয় করে তবু ভয় কেন। স্ব ২

চন্দ্রকান্ত ও পরে সকলে। যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে (ওগো তোমরা। স্ব ৫)

৩১. পরিত্রাণ। নাটক। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]।

তুলনীয় 'প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৯]।

পাত্রপাত্রী ॥ ধনঞ্জয়, প্রজাগণ, বসন্তরায়, একজন পাঠান, প্রতাপাদিত্য, মন্ত্রী, উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা, রামমোহন মাল, রামচন্দ্র, নটনটীর দল, রাজমহিষী, বামী, প্রহরী পীতাম্বর, অনুচর, সীতারাম, ভাগবতের স্ত্রী, প্রহরী, রমাই।

গান ॥ ধনঞ্জয়। তুমি বাহির থেকে। স্ব ৩

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে। স্ব ৫

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো। স্ব ৫

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। স্ব ২

কাঁদালে তুমি মোরে। স্ব ২

বসন্তরায়। আজ তোমারে দেখতে এলেম। স্ব ৯

নটীদের নাচ ও গান। আমার নয়ন তোমার নয়নতলে। স্ব ৩
নটীদের গান। না বলে যেয়ো না চলে। স্ব ৯
ফুল তুলিতে ভুল করেছি। স্ব ১৩
ধনঞ্জয়। আরো প্রভু, আরো আরো। স্ব ৯
আমরা বসব তোমার সনে। স্ব ৯
আমাকে যে বাঁধবে ধরে। স্ব ৯
কে বলেছে তোমায় বঁধু। স্ব ৯
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়। স্ব ৯
রইল বলে রাখলে কারে। স্ব ৯
ওরে আগুন আমার ভাই। স্ব ৯
ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে। স্ব ৯
সম্মেলক। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। স্ব ১
ধনঞ্জয়। সকল ভয়ের ভয় যে তারে। স্ব ৯
গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ। স্ব ৯
আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর। স্ব ৯

৩২. তপতী। নাটক। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]
তুলনীয় 'রাজা ও রাণী' [১৮৮৯]।
"...আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।..."

১৯ ভাদ্র ১৩৩৬ ভূমিকা, 'তপতী' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

পাত্রপাত্রী॥ দেবদত্ত, একদল উপাসক, বিক্রম, মহিষী সুমিত্রা, মন্ত্রী, রাজভ্রাতা নরেশ, সুমিত্রার সহচরী বিপাশা, রত্নেশ্বর, রাজপুরঙ্গনা কালিন্দী, মঞ্জরী, গৌরী, ত্রিবেদী, প্রতিহারী, দ্বারী, দূত, তরুণীগণ, একদল লোক, একদল স্ত্রীলোক, কুমারসেন, ব্রাহ্মণগণ, অনুচরগণ, চন্দ্রসেন, চর, সেনাপতি,

পুরোহিত (ভার্গব), মন্দিরের সেবকগণ, শিখরিণী, কুঞ্জলাল, শংকর, নারায়ণী।

গান ॥ দেবদত্ত ও একদল উপাসক। সর্ব খর্বতারে দহে

বিপাশা। মন যে বলে চিনি চিনি

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই

জাগো হে রুদ্র, জাগো

বকুলগন্ধে বন্যা এল

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন

দিনের পরে দিন-যে গেল

তোমার আসন শূন্য আজি

জাগো জাগো আলসশয়নবিলগ্ন

শুভ্র নব শঙ্খ তব

সংগীতলিপি : স্বরবিতান ৫৭ (তপতী)।

মন্ত্রগান ॥ সকলে। উদু ত্যং জাত বেদসং : সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

অপ ত্যে তায়বো যথা : ঋগ্বেদ ১।৫০।১

সুমিত্রা। অদ্যা দেবা উদিতা : ঋগ্বেদ ১।৫০।২

সকলে। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং : ঈশোপনিষৎ ১৮

৩৩. নবীন। ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭ [১৯৩১]।

গান ॥ বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী। স্ব ৫

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা। স্ব ৫

তুমি সুন্দর যৌবনঘন। স্ব ৫

আন্ গো তোরা কার কী আছে। স্ব ৫

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়। স্ব ৫

গানের ডালি ভরে দে গো। স্ব ৫

নিবিড় অমা-তিমির হতে। স্ব ৫

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্, দ্বার খোল্। স্ব ৫

আমি সকল নিয়ে বসে আছি (আমার সকল নিয়ে। স্ব ৪২)

হে মাধবী, দ্বিধা কেন। স্ব ৫

ওরা অকারণে চঞ্চল। স্ব ৫

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ। স্ব ৫

ফাগুনের নবীন আনন্দে। স্ব ৫

চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন। স্ব ৫

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক। স্ব ৫

(তবে শেষ করে দাও শেষ গান)

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে। স্ব ৫

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে। স্ব ৫

কখন দিলে পরায়ে। স্ব ৫

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল। স্ব ৫

তুমি কিছু দিয়ে যাও। স্ব ৫

বাজে করুণ সুরে। স্ব ৫

'বন-বাণী' (আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]) অনুসারে তালিকা।

৩৪. নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা। বন-বাণী : আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]।
বিচিত্রা ১৩৩৪ আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত 'নটরাজ' ও মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় মুদ্রিত 'ঋতুরঙ্গ' একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হয়ে 'বন-বাণী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

গান ॥ নৃত্যের তালে তালে। নৃত্য ॥ স্ব ২

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ। বৈশাখ-আবাহন ॥ স্ব ২

নমো, নমো, হে বৈরাগী। স্ব ৫

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে। স্ব ১৫

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি। মাধুরীর ধ্যান ॥ স্ব ২

নমো, নমো করুণাঘন নমো হে। স্ব ৫

{ তপের তাপের বাঁধন কাটুক। প্রত্যাশা ॥ স্ব ২
ঐ কি এলে আকাশ-পারে। স্ব ২ }

গগনে গগনে আপনার মনে। লীলা ॥ স্ব ২

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে।
শ্রাবণ বিদায় ॥ স্ব ২

{ কেন পান্থ এ চঞ্চলতা। শেষ মিনতি ॥ স্ব ১
যাত্রা বেলায় রুদ্র রবে। স্ব ১ }

পাগল আজি আগল খোলে। শান্তি
নির্মল কান্ত, নমো হে নমো। স্ব ৫
{আলোর অমল কমলখানি। শরতের ধ্যান॥ স্ব ২
{সেই তো তোমার পথের বঁধু। স্ব ২
শিউলি ফুল, শিউলি ফুল। স্ব ৩
চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি। বিলাপ॥ স্ব ২
নমো, নমো, নমো। তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য। স্ব ৫
শিউলি ফোটা ফুরালো যেই। স্ব ১৫
হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা। স্ব ২
হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে। দীপালি॥ স্ব ২
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন। আসন্ন শীত। স্ব ২
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন। নৃত্য॥ স্ব ১৫
নমো নমো, নমো নমো। নির্দয় অতি। স্ব ৫
হে সন্ন্যাসী, হিমাগিরি ফেলে। স্তব॥ স্ব ২
নমো নমো, নমো নমো। তুমি সুন্দরতম। স্ব ৫
তোমার আসন পাতব কোথায়। আবাহন। স্ব ২
রঙ লাগালে বনে বনে। রাগরঙ্গ॥ স্ব ৩
মুখখানি কর মলিন বিধুর। বসন্তের বিদায়॥ স্ব ৫৩
জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার। প্রার্থনা॥ স্ব ২
মনে রবে কিনা রবে আমারে। অহৈতুক॥ স্ব ২
ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে। চঞ্চল॥ স্ব ৩
সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ জাগিল। উৎসব

'দোল' শিরোনামে 'আলোকরসে মাতাল' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক থেকে পরবর্তী স্তবকগুলি প্রচলিত 'ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে' গানটির কোনো-না-কোনো স্তবকের সঙ্গে মিল আছে, অর্থাৎ স্তবকের ক্রম ভিন্নরূপ মাত্র।

৩৫. শাপমোচন। কথিকা ও গান। ১৫ পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]

"যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চরিত্র। সৌরসেন, মধুশ্রী, ইন্দ্রাণী (শচী), ইন্দ্র, কমলিকা, অরুণেশ্বর, দূত, সখীগণ।

গান। এ শুধু অলস মায়া
পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়
ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
জাগরণে যায় বিভাবরী
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল
ও আমার চাঁদের আলো
তুমি কি কেবলি ছবি
কখন দিলে পরায়ে
দে পড়ে দে আমায় তোরা
বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
বাজো রে বাঁশরী বাজো
লহো লহো তুলে লহো
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
এসো আমার ঘরে (আংশিক)
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
আমি এলেম তোমার দ্বারে
আন্‌মনা গো আন্‌মনা
হায় রে, ওরে যায় না কি জানা
আজি দখিন দুয়ার খোলা
বাহিরে ভুল হানবে যখন
না, যেয়ো না (আংশিক)
সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
যখন এসেছিলে অন্ধকারে
ঐ বুঝি বাঁশি বাজে
ও কি এল, ও কি এল না
মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে

সংগীতলিপি : শাপমোচন-স্বরলিপিগ্রন্থ

সংযোজন

তোমায় সাজাব যতনে [: ৯৩৩]। স্ব ৪৫
হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব [শান্তিনিকেতন, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৩]। স্ব ১৯
নমো নমো শচীচিতরঞ্জন [পানাদুরা। সিংহল, ২৬ মে ১৯৩৪]। স্ব ৫৩
হে সখা, বারতা পেয়েছি (১৭ সেপ্টেম্বর : ৯৩৪)। স্ব ৫৩
বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে (২০।৯।৩৪)।
(বঁধু, কোন্ আলো। স্ব ১৭)
দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো (২১।৯।৩৪)। স্ব ৫৪
ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)। স্ব ৫৪

মায়াবন-বিহারিণী হরিণী (২৯ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]) । স্ব ১৯
কাছে থেকে দূর রচিল (৩০ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]) । স্ব ১
কোন্ গহন অরণ্যে তারে (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) । স্ব ১

৩৬. চণ্ডালিকা । নাটিকা । ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূল-কর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।"

পাত্রপাত্রী ॥ মা, প্রকৃতি, শ্রমণগণ, আনন্দ।

গান ॥ প্রকৃতি । যে আমারে দিয়েছে ডাক । স্ব ১৮
বলে দাও জল, দাও জল । স্ব ১৮
চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো । স্ব ১৮
ফুল বলে, ধন্য আমি । স্ব ১ ও ১৮
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে । স্ব ৫৬
না না, ডাকব না, ডাকব না । স্ব ২
আমি তারেই জানি তারেই জানি । স্ব ৫৬
দোষী করো, দোষী করো । স্ব ১৮
যায় যদি যাক সাগরতীরে । স্ব ১৮
হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু । স্ব ১
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার । স্ব ১৮
হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর । স্ব ৫৬
আমি তোমারি মাটির কন্যা । স্ব ৫৯
মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো । স্ব ৫৪
পথের শেষ কোথায় । স্ব ৫৬

মন্ত্রগান ॥ শ্রমণগণ । বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহান্নবো
আনন্দ । বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহান্নবো

৩৭. তাসের দেশ । নাটিকা । ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]

'একটি আষাঢ়ে গল্প' [১৮৯২] রূপক গল্পের নাট্যরূপ।

পাত্রপাত্রী ॥ রাজপুত্র, সদাগরপুত্র, পত্রলেখা, রাজমাতা, তাসের দল : ছক্কা, পঞ্জা, রাজা, রানী, টেক্কা, গোলাম প্রভৃতি,

টেক্কাকুমারীগণ, ইস্কাবনী, টেক্কানী, চিঁড়েতনী, হরতনী,

রুইতন, বিবিরা, দহলা, দহলানী।

গান। খরবায়ু বয় বেগে

পত্রলেখা। গোপন কথাটি রবে না গোপনে

রাজপুত্র। যাবই আমি যাবই ওগো

হে নবীনা, হে নবীনা

আমার মন বলে, ‘চাই চাই

(হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া)

এলেম নতুন দেশে

তাসের দল। তোলন নামন, পিছন সামন

হা-আ-আ-আই

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র

সদাগর। হাঁচ্চোঃ, ভয় কী দেখাচ্ছ

রাজপুত্র। আমরা নূতন যৌবনেরি দূত

ছক্কা প্রভৃতি। চলো নিয়ম মতে

রাজপুত্র। জয় জয় তাসবংশ-অবতংস

তাসের দল। চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন

রাজপুত্র। ওগো, শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী

টেক্কানী। বলো, সখী, বলো তারি নাম

হরতনী। আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে

বিবিরা। নাচ ও গান। অজানা সুর কে দিয়ে যায়

নেপথ্য থেকে

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে

উতল হাওয়া লাগল আমার

বিজয়মালা এনো আমার লাগি

টেক্কানী। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়

রাজপুত্র। গগনে গগনে ধায় হাঁকি

ছক্কা-পঞ্জা। ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে

সকলে। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও

সংগীতলিপি : স্বরবিতান ১২ (তাসের দেশ)।

২৮. বাঁশরি। নাটক। আগ্রহায়ণ ১৩৪০ [১৯৩৩]।

পাত্রপাত্রী ॥ বাঁশরি, ক্ষিতীশ, দুই সখী, বিভাসিনী, শচীন তারক অরুণ অর্চনা শৈলবালা লীলা, সোমশংকর, সুষীমা, পুরন্দর, নন্দা, সতীশ, খানসামা, সুধাংশু, একদল লোক (নরেন প্রভৃতি), জহুরি, কাশ্মীরি দোকানদার, ভৃত্য।

গান ॥ লীলা। বলেছিল ধরা দেব না

নন্দা। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। স্ব ৫৯

সোমশংকর। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা। স্ব ৫৬

শচীন প্রভৃতি। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল। স্ব ৫১

পুরন্দর। পিনাকেতে লাগে টংকার। স্ব ৫৯

২৯. শ্রাবণ গাথা। শ্রাবণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

পাত্রপাত্রী ॥ নটরাজ, রাজা, সভাকবি, গান ও নাচের দল।

গান। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে। স্ব ৩১

বাকি আমি রাখব না কিছুই। স্ব ৬

তপের তাপের বাঁধন কাটুক। স্ব ২

নমো নমো নমো করুণাঘন। স্ব ৫

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে। স্ব ৩১

ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর-বাদর। স্ব ৩১

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে। স্ব ৩০

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু। স্ব ১

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার (ও আষাঢ়ের। স্ব ৩১)

ওরে ঝড় নেমে আয়। স্ব ৩ ও ১৭

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে। স্ব ৩১

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে। স্ব ১৪

তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর কান্তি। তুলনীয় : স্ব ৬৭

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে। স্ব ৪২

দেখা না-দেখায় মেশা। স্ব ৩

পথিক মেঘের দল জোটে ওই। স্ব ৩১
ওরা অকারণে চঞ্চল। স্ব ৫
হা রে, রে রে, রে রে, আমায়। স্ব ১১
মম মন-উপবনে চলে অভিসারে। স্ব ১
বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি। স্ব ১৩
দেখো দেখো, শুকতারা। স্ব ৩১
বাদল-ধারা হল সারা। স্ব ১৫

শ্রাবণ-গাথা পালায় গানগুলি সম্মেলক বা একক কণ্ঠে ক্ষেত্রবিশেষে নৃত্য-সহযোগে গেয়।

৪০. নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ফাল্গুন ১৩৪২ [১৯৩৬]।
পাত্রপাত্রী ॥ চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, সখীগণ, বন্য অনুচরগণ, মদন, গ্রামবাসিগণ। (চিত্রাঙ্গদার দুই রূপে অভিব্যক্তি— প্রথমে পুরুষ-বেশে ও পরে মদনের বরে কমনীয় নারীরূপে)।
সংগীতলিপি : স্বরবিতান ১৭

৪১. নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। ফাল্গুন ১৩৪৪ [১৯৩৮]।
পাত্রপাত্রী ॥ একদল ফুলওয়ালি, দইওয়ালা, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি, মেয়েরা, চুড়িওয়ালা, ভিক্ষুগণ, মা, বুদ্ধশিষ্য আনন্দ, বৌদ্ধনারীগণ, অনুচর, আকর্ষণ মন্ত্রে আহূত শিষ্যদল।
সংগীতলিপি : স্বরবিতান ১৮

৪২. শ্যামা নৃত্যনাট্য। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৯৩৯]।
পাত্রপাত্রী ॥ বজ্রসেন ও তার বন্ধু, কোটাল, শ্যামা, শ্যামার সখীগণ, উত্তীয়, প্রহরী, পল্লিরমণীরা।
সংগীতলিপি : স্বরবিতান ১৯

৪৩. মুক্তির উপায়। নাটক। শ্রাবণ ১৩৫৫ [১৯৪৮]।
পাত্রপাত্রী ॥ ফকির, পুষ্পমালা, হৈমবতী, বিশ্বেশ্বর, গুরু ও শিষ্যশিষ্যা— সেবক, নিতাই, মাধব, বিপিন, তারিণী, বলদেও, মথুর প্রভৃতি; ষষ্ঠীচরণ, মাখন, বামনদাস, নিশিঠাকুর, ভজহরি, চণ্ডী, চিনু, দুই স্ত্রী, পাঁচু সিধু নকুল সুধীর হরিশ উকিল।

গান ॥ শিষ্যগণ। গুরুপদে মন করো অর্পণ

ফকির। শোন্ রে শোন্ অবোধ মন

বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা গীতিনাট্য এবং চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। সেজন্য এ-সকল নাট্যের গান সংকলিত তালিকায় উল্লিখিত হয় নি।

গান-বর্জিত রবীন্দ্র-নাটকাদি

১. বৈকুণ্ঠের খাতা। প্রহসন। চৈত্র ১৩০৩ [১৮৯৭]।

২. হাস্যকৌতুক। কৌতুকনাট্য। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

৩. মুকুট। নাটিকা। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]।
"বালক [১২৯২] পত্রে প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।"

৪. মালিনী। নাটক। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ [১৮৯৬]।

সংকলিত তালিকায় প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষণীয় ও অনুধাবনযোগ্য :

১. নাট্যনাটকের প্রকাশকাল।

২. নাট্যনাটক প্রকাশের কালক্রম।

৩. প্রত্যেক নাট্য বা নাটকে পাত্রপাত্রীর উল্লেখ যা মঞ্চস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পাত্রপাত্রী নির্বাচনে ও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণে সহায়ক।

৪. বিভিন্ন নাট্যনাটকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রীর কণ্ঠে গীত গান— যা মঞ্চস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপযোগী কণ্ঠের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে সহায়ক।

৫. ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যনাটকের পূর্বরচিত আধারগ্রন্থের সন্ধান।

৬. কালক্রমে নাট্যনাটকভুক্ত গানের সন্ধান।

৭. স্ত্রীকণ্ঠ বা পুরুষকণ্ঠ -ভেদে গীত বা গেয় গানের সন্ধান। তৎসহ একক ও সম্মেলক কণ্ঠে গীত বা গেয় গানের নির্দেশন।

৮. নাট্যনাটকের সংশ্লিষ্টতায় বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর কণ্ঠে গীত গানের পরিপ্রেক্ষিতে এক-একটি গানের কথা ও সুর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুধাবন ও বিশ্লেষণের সুবিধা।

এই বিষয়গুলি রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-নাট্যনাটকের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। উক্ত নাট্যনাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে হলে একদিকে যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক মৌলিক নাট্যবিধিগুলি মান্য করা কর্তব্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত মঞ্চস্থাপনার বিভিন্ন ধারাকে অনুসরণ করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যভুক্ত গান

রবীন্দ্রনাথের নাট্যনাটকভুক্ত গানের ন্যায় তাঁর কাব্যভুক্ত গানগুলিও তাঁর সমগ্র সংগীত-রচনার একটি বৃহৎ অংশ ব্যেপে আছে। কাব্যরচনাকালে কবির উপর স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রভাব বর্তানো স্বাভাবিক। আবার, ক্ষেত্র-বিশেষে প্রতিভাশালী কবি স্থান ও পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করেও কাব্যরচনা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য-গুলি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ থেকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ-গুলিতে ভাবের বিকাশ ও সূত্রের যে-ক্রম লক্ষ করা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তার উপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য রবীন্দ্রসংগীত-সম্বলিত রবীন্দ্র-কাব্যগুলির প্রকাশক্রম জানা আবশ্যক। তা হলেই গানগুলির সাংগীতিক ও কাব্যিক মূল্যায়ণ যথার্থরূপে করা সম্ভবপর হবে। তদুদ্দেশ্যে প্রকাশ-কালক্রমে রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থসমূহ ও তার অন্তর্ভুক্ত গানগুলির তালিকা অতঃপর সংকলন করা হল।

ভগ্নহৃদয়। গীতি-কাব্য। ১৮০৩ শকাব্দ [১৮৮১]

"ভূমিকা

এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুরলা। ক্ষমা কর মোরে, সখি। স্ব ৫১

কত দিন একসাথে ছিনু (গান)

নলিনী। নাচ্, শ্যামা, তালে তালে (গান)। স্ব ৫১

কবি। বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই (গান)

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া (গান)

প্রতিদিন দেখি তারে (গান)

কাল যবে দেখা হল (গান)
সত্য কি তাহারে ভালবাসি (গান)
মোর এ যে ভালবাসা (গান)
দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো (গান)
শুনেছি— শুনেছি কি নাম তাহার (গান)

নলিনী। খেলা কর্— খেলা কর (গান)
প্রমোদ। আঁধার শাখা উজল করি (গান)। স্ব ২০
কবি। নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায় (গান)। স্ব ২০
চপলা। সখি, ভাবনা কাহারে বলে (গান)। স্ব ২০
অনিল। কিছুই ত হল না। স্ব ৩৫
ললিতা। না সখা, মনের ব্যথা
বুঝেছি বুঝেছি সখা (গান)। স্ব ২০
সখি লো, শোন্ লো তোরা (গান)
বিনোদ। তুই রে বসন্ত সমীরণ (গান)। স্ব ২০
ললিতা। বায়ু! বায়ু কি দেখিতে আসিয়াছ (গান)

ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্যের যে গানগুলির স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে তা তালিকায় উল্লেখ করা হল। অবশিষ্ট গানগুলির মধ্যে কয়েকটি গীত-বিতান গ্রন্থে মুদ্রিত আছে, কিন্তু তার সুর / স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায় নি, এবং বাকিগুলি গীতবিতান গ্রন্থভুক্ত নয় এবং সেগুলির সুরের সন্ধানও পাওয়া যায় নি।

১. ছবি ও গান। কবিতা। ফাল্গুন ১৮০৫ শক [১৮৮৪]।

"এই বয়ঃসন্ধিকালের লেখা,...। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান॥ আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে। কে?[১] স্ব ২০
ওই জানালার কাছে বসে আছে। সুখস্বপ্ন। স্ব ২০

১ শিরোনাম

২. শৈশব সংগীত। কবিতা। ১২৯১ [২৯ মে ১৮৮৪]।

"এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম,…।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান॥ গোলাপ ফুল ফুটিয়ে। গান। প্রথমাংশ সুরযোজিত। স্ব ২০
দেখে যা— দেখে যা— দেখে যালো তোরা। গান। স্ব ২০
সাধের কাননে মোর। ছিন্ন লতিকা
সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার। গান
শুন নলিনী খোল গো আঁখি। প্রভাতী। স্ব ২০
ছি ছি সখা কি করিলে। কামিনী ফুল
কাছে তার যাই যদি। লাজময়ী। স্ব ২০
ও কথা বোল না। প্রেম-মরীচিকা। রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ
বলি, ও আমার গোলাপ বালা। রাগিণী বেহাগ। স্ব ২০
পাগলিনী তোর লাগি। গান
ওই কথা বল সখা। গান

৩. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কবিতা। ১২৯১ [১৮৮৪]।

"এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান॥ বসন্ত আওল রে
শুনহ শুনহ বালিকা। স্ব ২১
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে। স্ব ২১
শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর
সজনি সজনি রাধিকা লো। স্ব ২১
বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে
শুন সখি বাজত বাঁশি
গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে। স্ব ২১
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী। স্ব ২১
বজাও রে মোহন বাঁশী। স্ব ২১
আজু সখি মুহু মুহু। স্ব ২১

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
সজনি গো, শাঙন গগনে। স্ব ২১
বাদর বরখন, নীরদ গরজন
মাধব, না কহ আদর বাণী
সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
বার বার সখি বারণ করনু
হম যব না রব সজনী
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান। স্ব ২১
কো তুঁহু বোলবি মোয়

৪. কড়ি ও কোমল। কবিতা। ১২৯৩ [১৮৮৬]।

"কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ, কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান ॥ বাঁশরি বাজাতে চাহি। মথুরায়। স্ব ১০
কখন বসন্ত গেল। বসন্ত অবসান। স্ব ৩২
ওগো শোনো কে বাজায়। বাঁশি। স্ব ১০
আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন। বিরহ। স্ব ১০
ওগো এত প্রেম-আশা। বিলাপ। স্ব ১০
হেলাফেলা সারাবেলা। সারাবেলা। স্ব ৪০
আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে। স্ব ৫০
তুমি কোন্ কাননের ফুল। তুমি। স্ব ১০
ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে। গান। স্ব ৫৪
আমি ধরা দিয়েছি গো। হৃদয়-আকাশ। স্ব ৩৩
এ শুধু অলস মায়া। গান-রচনা। স্ব ৩৩
কেন চেয়ে আছ গো মা। বঙ্গভূমির প্রতি। স্ব ৪৭
আমায় বোলো না গাহিতে। বঙ্গবাসীর প্রতি। স্ব ৪৭

৫. মানসী। কবিতা। ১০ পৌষ ১২৯৭ [১৮৯০]।

"মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে।"

"মানসীতে ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান ॥ কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া। ভুলে। বৈশাখ ১৮৮৭[১]। স্ব ৩৩

আবার মোরে পাগল করে। শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।

আষাঢ় ১৮৮৭। ৪৯, পার্ক স্ট্রীট[২]। স্ব ৩৩

তবু মনে রেখো। তবু। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭। স্ব ৫০

এমন দিনে তারে। বর্ষার দিনে। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৭।

রোজ্ ব্যাঙ্ক, খিরকী। স্ব ১১

৬. সোনার তরী। কবিতা। ১৩০০ [১৮৯৭]।

"আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা— বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান ॥ তোমরা হাসিয়া বহিয়া। তোমরা ও আমরা।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। স্ব ১০

খাঁচার পাখি ছিল। দুই পাখি। ১৯ আষাঢ় ১২৯৯।

শাহাজাদপুর। স্ব ৩৩

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ। হৃদয়যমুনা। ১২ আষাঢ় ১৩০০

আজি যে রজনী যায়। ব্যর্থ যৌবন। ১৬ আষাঢ় ১৩০০। স্ব ৩৫

৭. চিত্রা। কবিতা। ফাল্গুন ১৩০২ [১৮৯৬]।

"আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে

তুমি বিচিত্ররূপিণী।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ রচনাকাল। ২ রচনাস্থান।

গান ॥ নহ মাতা, নহ কন্যা। উর্বশী। মাত্র প্রথম স্তবক সুরযোজিত।
২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২। জলপথে শিলাইদহ অভিমুখে।
একদা প্রাতে কুঞ্জতলে। নারীর দান। ২৫ মাঘ ১৩০২
কেন নিবে গেল বাতি। দুরাকাঙ্ক্ষা। ৪ ফাল্গুন ১৩০২

৮. চৈতালি। কবিতা। ১৩০৩ [১৮৯৬]।

"চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে, কিন্তু গানের রূপ নেই। কেননা তখন যে আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান ॥ তুমি পড়িতেছ হেসে। গান। ২৯ চৈত্র ১৩০২
আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে। প্রার্থনা। ১৪ শ্রাবণ ১৩০৩।

৯. কল্পনা। কবিতা। ২৩ বৈশাখ ১৩০৭ [১৯০০]।

ঐ আসে ঐ অতি। বর্ষামঙ্গল। ১৭ বৈশাখ ১৩০৪। জোড়াসাঁকো। স্ব ৩১
আজি উন্মাদ মধুনিশি। চৈত্র রজনী। ১৯ বৈশাখ ১৩০৪। জোড়াসাঁকো
সে আসি কহিল। স্পর্ধা। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪
এ কি তবে সবি সত্য। প্রণয়প্রশ্ন। ১০ আশ্বিন ১৩০৪। রেলপথে
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে। বিভাস। একতালা। হতভাগ্যের গান।
৭ আশ্বিন ১৩০৪। বড়ল নদী। পরিবর্ধন : ৭ আষাঢ় ১৩০৫।
নাগর নদী। পতিসর
কে এসে যায় ফিরে ফিরে। ভৈরবী। রূপক। সে আমার জননী রে।
[১৩০৪]। স্ব ৪৭
ওগো কাঙাল, আমারে। ভৈরবী। একতালা। ভিখারি। ১২ আশ্বিন
[১৩০৪]। পতিসর। স্ব ৩৫
ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে। কীর্তনের সুর। যাচনা।
৮ আশ্বিন ১৩০৪। সাহাজাদপুর। বোট। স্ব ৫৬
এবার চলিনু তবে। বিভাস। বিদায়। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। ইছামতী
কেন বাজাও কাঁকন। সিন্ধু ভৈরবী। লীলা।
[ভাদ্র-আশ্বিন] ১৩০৪। স্ব ১৩

হেরিয়া শ্যামল ঘন। মল্লার। নব বিরহ। ৬ আশ্বিন ১৩০৪।
ইছামতী। স্ব ৫০

যামিনী না যেতে জাগালে না। ভৈরবী। লজ্জিতা।
৭ আশ্বিন ১৩০৪। যমুনা। স্ব ৫০

আমি কেবলি স্বপন। বেহাগ। কাল্পনিক। ৮ আশ্বিন ১৩০৪।
বলেশ্বরী। স্ব ৫১

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর। ইমনকল্যাণ। মানস প্রতিমা।
৯ আশ্বিন ১৩০৪। চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি। স্ব ১০

যদি বারণ কর তবে। ছায়ানট। সংকোচ। ৯ আশ্বিন ১৩০৪।
চলন বিল। ঝড়। বোট টলমল। স্ব ১০

আমি চাহিতে এসেছি শুধু। কালাংড়া। প্রার্থী।
১০ আশ্বিন ১৩০৪। নাগর নদী। স্ব ৫০

সখী, প্রতিদিন হায়। আলেয়া। সকরুণা। ১০ আশ্বিন ১৩০৪।
নাগর নদী। মেঘবৃষ্টি। অমাবস্যা। স্ব ৫০

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন। ঝিঁঝিট। বিবাহ মঙ্গল। ১৩০৪। স্ব ৫৫

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। ভৈরবী। ভারতলক্ষ্মী। পৌষ ১৩০৩। স্ব ৪৭

ভাঙা দেউলের দেবতা। ভগ্ন মন্দির

ভয় হতে তব। বেহাগ। চৌতাল। জন্মদিনের গান। স্ব ২২

সংসারে মন দিয়েছিনু। কীর্তনের সুর। পূর্ণকাম। স্ব ২৭

জানি হে, যবে প্রভাত। ভৈরবী। ঝাঁপতাল। পরিণাম। ১৩০৬। স্ব ৪

১০. ক্ষণিকা। কবিতা। [২৬ জুলাই ১৯০০]।

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার··· যাবই আমি যাবই।
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। দ্রষ্টব্য: স্ব ১২

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে। আষাঢ়। ২০ জ্যৈষ্ঠ। স্ব ৫৯

হৃদয় আমার নাচে রে। নববর্ষা। প্রথম স্তবক সুরযোজিত।
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। শিলাইদহ। স্ব ৫৯

হে নিরুপমা। অবিনয়। ১ আষাঢ়। স্ব ৫৯

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি। কৃষ্ণকলি। ৪ আষাঢ়। স্ব ১৩

ভোর থেকে আজ বাদল। মেঘমুক্ত। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। শিলাইদহ

১১ নৈবেদ্য। কবিতা। আষাঢ় ১৩০৮ [১৯০১]।

"এই কাব্যগ্রন্থ পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আষাঢ় ১৩০৮

গান ॥ প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী। স্ব ২৪

আমার এ ঘরে আপনার করে। স্ব ২৬

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে। স্ব ২২

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে। স্ব ৪

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার। স্ব ২৭

সংসার যবে মন কেড়ে লয়। স্ব ২৭

জীবনে আমার যত আনন্দ। স্ব ২৬

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্। স্ব ২৫

অমল কমল সহজে জলের কোলে। স্ব ২৪

সকল গর্ব দূর করি দিব। স্ব ২৩

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে। স্ব ৪

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর। স্ব ৪

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি। স্ব ২৩

তোমার পতাকা যারে দাও। স্ব ৪

ঘাটে বসে আছি আনমনা। স্ব ৪

সংসারে মোরে রাখিয়াছ। দ্রষ্টব্য স্ব ৪

১২. শিশু। কবিতা। ১৯০৩

গান ॥ তোমার কটি-তটের ধটি। খেলা। স্ব ৩০

ওহে, নবীন অতিথি। নবীন অতিথি। স্ব ৫৫

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল। ফুলের ইতিহাস। স্ব ৩৫

ইহাদের করো আশীর্বাদ। আশীর্বাদ

১৩. খেয়া। কবিতা। 'উৎসর্গ'-শেষে তারিখ : ১৮ আষাঢ় ১৩১৩ [১৯০৬]।

গান ॥ আমার নাই বা হল পারে যাওয়া। বাউলের সুর। ঘাটে। ২৭ ভাদ্র ১৩১২। গিরিডি। স্ব ১০

দুখের বেশে এসেছ বলে। দুঃখমূর্তি। স্ব ২৫

আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে। গোধূলিলগ্ন।
২৯ পৌষ ১৩১২। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৩

আমি কেমন করিয়া জানাব। ২৩ মাঘ, সোমবার, ১৩১২।
শিলাইদহ। পদ্মা। প্রথম ও শেষ -অংশ সুরযোজিত। স্ব ২৪

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে। বিকাশ। ২৪ মাঘ ১৩১২।
শিলাইদহ। পদ্মা। স্ব ৫০

তুমি যত ভার দিয়েছ। ভার। ২৫ মাঘ [১৩১২]। পদ্মা। স্ব ২৬

তুমি এ পার - ও পার কর কে গো। খেয়া। ১৫ শ্রাবণ ১৩১২।

১৪. গীতাঞ্জলি। কবিতা ও গান। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ [১৯১০]।

॥ গান ॥

১. আমার মাথা নত করে। ১৩১৩। স্ব ২৩
২. আমি বহু বাসনায়। ১৩১৩। স্ব ২৪
৩. কত অজানারে। ১৩১৩। স্ব ২৬
৪. বিপদে মোরে রক্ষা করো। ১৩১৩। স্ব ২৫
৫. অন্তর মম বিকাশত করো। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪। শিলাইদহ। স্ব ২৪
৬. প্রেমে প্রাণে গানে। অগ্রহায়ণ ১৩১৪। স্ব ২৬
৭. তুমি নব নব রূপে। অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ?। স্ব ২৬
৮. আজ ধানের খেতে। ১৩১৫। স্ব ৫০
৯. আনন্দেরই সাগর থেকে। ১৩১৫। স্ব ৫০
১০. তোমার সোনার থালায়। ১৩১৫ ?। স্ব ৫০
১১. আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ। ৩ ভাদ্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫০
১২. লেগেছে অমল ধবল পালে। ৩ ভাদ্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫০
১৩. আমার নয়ন-ভুলানো এলে। ৭ ভাদ্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫০
১৪. জননী, তোমার করুণ। ১৩১৫। স্ব ২৬
১৫. জগৎ জুড়ে উদার সুরে। আষাঢ় ১৩১৬। স্ব ৩৭
১৬. মেঘের 'পরে মেঘ। আষাঢ় ১৩১৬। স্ব ৩৭ ও ১১
১৭. কোথায় আলো। আষাঢ় ১৩১৬। স্ব ৩৭ ও ১১
১৮. আজি শ্রাবণ-ঘন। আষাঢ় ১৩১৬। স্ব ১১
১৯. আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আষাঢ় ১৩১৬। স্ব ৩৭ ও ১১

২০. আজি ঝড়ের রাতে। আষাঢ় ১৩১৬। স্ব ১১
২১. জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে। ১০ ভাদ্র ১৩১৬। বোলপুর। স্ব ৩৮
২২. তুমি কেমন করে গান কর। ১০ ভাদ্র ১৩১৬। রাত্রি। স্ব ৩৮
২৩. অমন আড়াল দিয়ে। ১১ ভাদ্র ১৩১৬। বোলপুর। রাত্রি। স্ব ৩৭
২৪. যদি তোমার দেখা না পাই। ১২ ভাদ্র [১৩১৬]। স্ব ৩৮
২৫. হেরি অহরহ। ১২ ভাদ্র ১৩১৬। রাত্রি। স্ব ৩৭
২৬. আর নাই রে বেলা। ১৩ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৮
২৭. আজ বারি ঝরে। ১৪ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ১১
২৮. প্রভু, তোমা লাগি। ১৪ ভাদ্র ১৩১৬। রাত্রি। স্ব ৩৮
২৯. ধনে জনে আছি। ১৫ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৭
৩০. এই তো তোমার প্রেম। ১৬ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৮
৩১. আমি হেথায় থাকি। ১৬ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৮
৩২. দাও হে আমার। ১৬ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৮
৩৩. আবার এরা ঘিরেছে। ১৬ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৭
৩৪. আমার মিলন লাগি। ১৬ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৭
৩৫. এসো হে এসো, সজল। ১৭ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ১১
৩৬. পারবি না কি যোগ দিতে। ১৮ ভাদ্র ১৩১৬। বোলপুর। স্ব ৩৮
৩৭. নিশার স্বপন। ১৮ ভাদ্র ১৩১৬। স্ব ৩৮
৩৮. শরতে আজ। ১৮ ভাদ্র ১৩১৬। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫০
৩৯. হেথা যে গান। ২৭ ভাদ্র ১৩১৬। কলিকাতা। স্ব ৩৮
৪০. যা হারিয়ে যায়। ১ আশ্বিন ১৩১৬। কলিকাতা। স্ব ৩৮
৪১. এই মলিন বস্ত্র। ১৯ আশ্বিন ১৩১৬। স্ব ৩৭
৪২. গায়ে আমার পুলক লাগে। ২৫ আশ্বিন ১৩১৬। শিলাইদহ। স্ব ৩৮
৪৩. প্রভু, আজি তোমার। ২৭ আশ্বিন ১৩১৬। শিলাইদহ। স্ব ৩৭
৪৪. জগতে আনন্দযজ্ঞে। ৩০ আশ্বিন ১৩১৬। শিলাইদহ। স্ব ৩৭
৪৫. আলোয় আলোকময়। ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬। বোলপুর। স্ব ৩৮
৪৬. আসনতলের মাটির 'পরে। ১০ পৌষ ১৩১৬। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৭
৪৭. রূপসাগরে ডুব। ১২ পৌষ ১৩১৬। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৮
৪৮. নিভৃত প্রাণের দেবতা। ১৭ পৌষ ১৩১৬। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৮

৪৯. কোন্ আলোতে। ১৭ পৌষ ১৩১৬। স্ব ৩৮

৫০. আজি গন্ধবিধুর। ফাল্গুন ১৩১৬। বোলপুর। স্ব ৩৮

৫১. আজি বসন্ত জাগ্রত। ২৬ চৈত্র ১৩১৬। বোলপুর। স্ব ৩৮

৫২. তব সিংহাসনের। ২৭ চৈত্র ১৩১৬। স্ব ৩৭

৫৩. তুমি এবার আমায়। ২৮ চৈত্র ১৩১৬। স্ব ৩৮

৫৪. জীবন যখন শুকায়ে। ২৮ চৈত্র ১৩১৬। স্ব ৩৮

৫৫. এবার নীরব করে। ৩০ চৈত্র ১৩১৬। স্ব ৩৭

৫৬. বিশ্ব যখন নিদ্রামগন। ৪ বৈশাখ ১৩১৭। স্ব ৪৮

৫৭. সে যে পাশে এসে। ১২ বৈশাখ ১৩১৭। বোলপুর। স্ব ৩৮

৫৮. তোরা শুনিস নি কি। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। কলিকাতা। স্ব ৩৮

৫৯. কবে আমি বাহির হলেম। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। তিনধরিয়া। স্ব ৩৭

৬০. আমার খেলা যখন ছিল। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। স্ব ৩৭

৬১. ঐ রে তরী দিল। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। তিনধরিয়া। স্ব ৩৭

৬২. চিত্ত আমার হারাল। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। তিনধরিয়া। স্ব ১৩

৬৩. যতবার আলো জ্বালাতে চাই। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। তিনধরিয়া। স্ব ৩৮

৬৪. বজ্রে তোমার বাজে। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। তিনধরিয়া। স্ব ১৩

৬৫. দয়া দিয়ে হবে। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। কলিকাতা। স্ব ৩৭

৬৬. ধায় যেন মোর। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। কলিকাতা। স্ব ৩৭

৬৭. আমারে যদি জাগালে। ৩ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ১১

৬৮. আরো আঘাত সইবে। ৪ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৭

৬৯. এই করেছ ভালো। ৪ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৮

৭০. দেবতা জেনে দূরে রই। ৫ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৭

৭১. বিশ্বসাথে যোগে যেথায়। ৭ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৭

৭২. যেথায় তোমার লুট হতেছে। ৮ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৭

৭৩. আবার এসেছে আষাঢ়। ১০ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ১১

৭৪. আজ বরষার রূপ হেরি। ১১ আষাঢ় ১৩১৭

৭৫. হে মোর দেবতা। ১৩ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৭

৭৬. হে মোর চিত্ত। ১৮ আষাঢ় ১৩১৭। অংশত সুরযোজিত। স্ব ৪৭

৭৭. যেথায় থাকে সবার। ১৯ আষাঢ় ১৩১৭। স্ব ৩৮

৭৮. নদীপারের এই আষাঢ়ের। ২৫ আষাঢ় ১৩১৭। শিলাইদহ। স্ব ১১
৭৯. যাত্রী আমি ওরে। ২৬ আষাঢ় ১৩১৭। গোরাই নদী। স্ব ৩৩
৮০. উড়িয়ে ধ্বজা। ২৬ আষাঢ় ১৩১৭। গোরাই। স্ব ৩৭
৮১. সীমার মাঝে, অসীম। ২৭ আষাঢ় ১৩১৭। গোরাই। জানিপুর। স্ব ৩৭
৮২, তাই তোমার আনন্দ। ২৮ আষাঢ় ১৩১৭। জানিপুর। গোরাই। স্ব ৩৭
৮৩. ওরে মাঝি। ১৮ শ্রাবণ ১৩১৭। স্ব ৩৮
৮৪. জড়ায়ে আছে বাধা। ২২ শ্রাবণ ১৩১৭। স্ব ৩৭
৮৫. জীবনে যত পূজা। ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭। স্ব ৩৮
৮৬. একটি নমস্কারে, প্রভু। ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭। স্ব ৩৮

১৫. উৎসর্গ। কবিতা। উৎসর্গপত্রের তারিখ— ১ বৈশাখ ১৩২১ [১৯১৪];
গান॥ আমি চঞ্চল হে

সংযোজন :

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে

নব বৎসরে করিলাম পণ

১৬. গীতি-মাল্য। কবিতা ও গান। [২ জুলাই ১৯১৪]।

॥ গান ॥

১. রাত্রি এসে যেথায় মেশে। ১৫ আশ্বিন নিশীথে। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
২. আজ প্রথম ফুলের। ১৩১৬। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫০
৩. ওগো শেফালি-বনের। ১৩১৬। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫০
৪. আমার এই পথ-চাওয়াতেই। ১৭ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ৪১
৫. কোলাহল তো বারণ হল। ১৮ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৬. এবার ভাসিয়ে দিতে হবে। ২৬ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৭. যেদিন ফুটল কমল। ২৬ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ৪১
৮. এখনো ঘোর ভাঙে না। ২৭ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৯. ঝড়ে যায় উড়ে যায়। ২৮ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ১১ ও ৪২
১০. তুমি একটু কেবল। ২৯ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
১১. এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে। ৩০ চৈত্র ১৩১৮। শিলাইদহ। স্ব৪১
১২. কে গো অন্তরতর সে। ৬ বৈশাখ ১৩১৯। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৫

১৩. আমারে তুমি অশেষ করেছ। ৭ বৈশাখ ১৩১৯। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
১৪. হার-মানা হার পরাব। ৭ বৈশাখ ১৩১৯। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
১৫. এমনি করে ঘুরিব। ৯ বৈশাখ ১৩১৯। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
১৬. পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই। ৯ বৈশাখ ১৩১৯। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
১৭. আজিকে এই সকালবেলাতে। ১৩ বৈশাখ ১৩১৯। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
১৮. প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে। ৩ জুন ১৯১২। লোহিত সমুদ্র। স্ব ৪১
১৯. সুন্দর বটে তব। ২৫ জুন ১৯১২।
The Heath 2 Holford Road Hampstead। স্ব ৪২
২০. তোমারি নাম বলব। ৮ ভাদ্র ১৩২০।
16 More's Garden Cheyne Walk, London। স্ব ৪০
২১. অসীম ধন তো আছে তোমার। ৮ ভাদ্র ১৩২০। Cheyne Walk। স্ব ৪০
২২. এ মণিহার আমায়। ৮ ভাদ্র ১৩২০। Cheyne Walk। স্ব ৪১
২৩. ভোরের বেলায় কখন। ৯ ভাদ্র [১৩২০]। Cheyne Walk। স্ব ৩৯
২৪. প্রাণে খুশির তুফান। ৯ ভাদ্র [১৩২০]। Cheyne Walk। স্ব ৩৯
২৫. জীবন যখন ছিল। ১১ ভাদ্র [১৩২০]। Far Oakridge, Glcs.। স্ব ৩৯
২৬. বাজাও আমারে। ১৪ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]। মধ্যধরণী সাগর।
S. S. City of Lahore। স্ব ৪১
২৭. জানি গো দিন যাবে। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩। রোহিত সাগর।
S. S. City of Lahore। স্ব ৪১
২৮. নয় এ মধুর খেলা। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩। রোহিত সাগর। স্ব ৪০
২৯. যদি প্রেম দিলে না প্রাণে। ২৮ আশ্বিন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৩০. নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে। ২৯ আশ্বিন [১৩২০]।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৩১. আমার মুখের কথা। ২ কার্তিক ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪
৩২. আমার যে আসে কাছে। ১ কার্তিক [১৩২০]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৩৩. কেবল থাকিস সরে সরে। ৫ কার্তিক [১৩২০]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৩৪. লুকিয়ে আস। ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪২
৩৫. আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে। ১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯

৩৬. আমার সকল কাঁটা ধন্য করে। ১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]। স্ব ৪০
৩৭. গাব তোমার সুরে। ৭ পৌষ [১৩২০]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৩৮. প্রভু, তোমার বীণা। ১৪ পৌষ ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৩৯. তোমায় আমায় মিলন হবে বলে। ১৫ পৌষ ১৩২০। স্ব ৪১
৪০. বসন্তে আজ ধরার চিত্ত। মাঘী পূর্ণিমা। ২৮ মাঘ ১৩২০।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৪১. সভায় তোমার থাকি। ১২ ফাল্গুন ১৩২০। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৪২. যদি জানতেম আমার। ১২ ফাল্গুন [১৩২০]। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৪৩ বেসুর বাজে রে। ১৪ ফাল্গুন ১৩২০। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৪৪ তুমি জান ওগো অন্তর্যামী। ১৪ ফাল্গুন ১৩২০। শিলাইদহ। স্ব ৩৯
৪৫. রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি। ১৫ ফাল্গুন [১৩২০]। শিলাইদহ। স্ব ৪১
৪৬. আমার ভাঙা পথের। ১৫ ফাল্গুন [১৩২০]।
কুষ্টিয়ার মুখে পালকিপথে। স্ব ৩৯
৪৭. আমার ব্যথা যখন আনে। ১৬ ফাল্গুন ১৩২০। কলিকাতা। স্ব ৩৯
৪৮. কার হাতে এই মালা। ১৮ ফাল্গুন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪২
৪৯. এত আলো জ্বালিয়েছ। ২০ ফাল্গুন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫০. যে রাতে মোর দুয়ারগুলি। ২৩ ফাল্গুন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫১. শ্রাবণের ধারার মতো। ২৫ ফাল্গুন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ১১
৫২. তোমার কাছে শান্তি চাব না। ২৬ ফাল্গুন ১৩২০।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫৩. দাঁড়িয়ে আছ তুমি। ২৮ ফাল্গুন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৫৪. আমায় ভুলতে দিতে। ২৯ ফাল্গুন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫৫. জানি নাই গো সাধন। ১ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫৬. ওদের কথায় ধাঁধা লাগে। ২ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫৭. এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে। ৩ চৈত্র ১৩২০।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫৮. জীবন আমার চলছে যেমন। ৫ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৯
৫৯ হাওয়া লাগে গানের পালে। ৬ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৬০. আমারে দিই তোমার হাতে। ৭ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০

৬১. আরো চাই যে। ৮ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৬২. আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে। ৯ চৈত্র [১৩২০]
৬৩. তুমি যে চেয়ে আছ। ১৩ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৪১
৬৪. তোমার পূজার ছলে তোমায়। ১৪ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৬৫. হে অন্তরের ধন। ১৫ চৈত্র ১৩২০
৬৬. তুমি যে এসেছ মোর ভবনে। ১৬ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৬৭. আপনাকে এই জানা আমার। ১৭ চৈত্র ১৩২০। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৬৮. বল তো এই বারের মতো। ২২ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৪১
৬৯. আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে। ২২ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৪০
৭০. ওদের সাথে মেলাও। ২৩ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৪১
৭১. সকাল-সাঁজে। ২৪ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৪০
৭২. তুমি যে সুরের আগুন। ২৪ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৪০
৭৩. আমায় বাঁধবে যদি। ২৪ চৈত্র [১৩২০]। স্ব ৫০
৭৪. কেন চোখের জলে। ২৪ চৈত্র [১৩২০]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৭৫. আমার হিয়ার মাঝে। ২৫ চৈত্র [১৩২০]। কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে। স্ব ৪১
৭৬. প্রাণে গান নাই। ২৬ চৈত্র [১৩২০]। কলিকাতা। স্ব ৪১
৭৭. কেন তোমরা আমায় ডাক। ২৭ চৈত্র [১৩২০]। কলিকাতা। স্ব ৪১
৭৮. সেদিনে আপদ আমার। ২৭ চৈত্র [১৩২০]। কলিকাতা। স্ব ৪১
৭৯. মোর প্রভাতের এই। ১ বৈশাখ ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৮০. তোমার আনন্দ ঐ। ৩ বৈশাখ ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৮১. তার অন্ত নাই গো। ৫ বৈশাখ ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪১
৮২. আমার যে সব দিতে হবে। ৭ বৈশাখ ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪০
৮৩. এই লভিনু সঙ্গ তব। ৩১ বৈশাখ [১৩২১]। রামগড়। হিমালয়। স্ব ৪০
৮৪. এই তো তোমার আলোক-ধেনু। ১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]। রামগড়। স্ব ৪১
৮৫. চরণ ধরিতে দিয়ো গো। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। রামগড়। স্ব ৪০
৮৬. এরে ভিখারি সাজায়ে। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। রামগড়। স্ব ৪০

৮৭ সন্ধ্যা হল গো। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। রাত্রি। রামগড়। স্ব ৪০
৮৮. আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। রামগড়
৮৯. মোর সন্ধ্যায় তুমি। ৩ আষাঢ় ১৩২১। কলিকাতা। স্ব ৪০

১৭. গীতালি। কবিতা ও গান। ১৯১৪ : ১৩২১।

"সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই ;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।"

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাত্রি
১৬ আশ্বিন ১৩২১

॥ গান ॥

১. দুঃখের বরষায়। শ্রাবণ ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৩
২. বাধা দিলে বাধবে লড়াই। ৪ ভাদ্র ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪২
৩. আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি। ৬ ভাদ্র ১৩২১। কলিকাতা। স্ব ৪৩
৪. আলো যে যায় রে দেখা। ৬ ভাদ্র ১৩২১। কলিকাতা। স্ব ৪৪
৫. ও নিঠুর, আরো কি বাণ। ৭ ভাদ্র ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৪
৬. সুখে আমায় রাখবে কেন। ৭ ভাদ্র ১৩২১। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৪
৭. ওগো আমার প্রাণের। বুধবার, ৮ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪২
৮. আঘাত করে নিলে জিনে। ৮ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৪
৯. ঘুম কেন নেই তোরি চোখে। ৯ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল।
(ওরে কে রে এমন জাগায়। স্ব ৪৪)
১০. আমি যে আর সইতে। ৯ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৪
১১. পথ চেয়ে যে কেটে গেল। ৯ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৪
১২. আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে। ১০ ভাদ্র [১৩২১] সুরুল। স্ব ১১
১৩. আমার সকল রসের ধারা। ১০ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৩
১৪. এই শরৎ-আলোর কমল-বনে। ১১ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৫০
১৫. তোমার মোহন রূপে। ১১ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৫০

১৬. যখন তুমি বাঁধছিলে তার। ১১ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৩

১৭. আগুনের পরশমণি। ১১ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৩

১৮. হৃদয় আমার প্রকাশ হল। ১৩ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৩

১৯. এক হাতে ওর কৃপাণ আছে। ১৪ ভাদ্র [১৩২১] সুরুল। স্ব ৪৪

২০. পথ দিয়ে কে যায় গো চলে। ১৫ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৭

২১. এই-যে কালো মাটির বাসা। ১৬ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। সন্ধ্যা। স্ব ৪৩

২২. যে থাকে থাক্-না দ্বারে। ১৭ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। সকাল। স্ব ৪৪

২৩. তোমার খোলা হাওয়া। ১৭ ভাদ্র [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। বিকাল। স্ব ৪৩

২৪. শুধু তোমার বাণী। ১৮ ভাদ্র [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৩

২৫. শরৎ তোমার অরুণ আলোর। ১৯ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৫০

২৬. ও আমার মন যখন। ২১ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৪

২৭. মোর মরণে তোমার হবে জয়। ২২ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৩

২৮. এবার আমায় ডাকলে। ২৩ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪৪

২৯. নাই বা ডাকো। ২৬ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়িতে। স্ব ৪৪

৩০. না বাঁচাবে আমায় যদি। ২৬ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে। স্ব ৪৪

৩১. যেতে যেতে একলা। ২৬ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। অপরাহ্ণ। স্ব ১১/৪২

৩২. মালা হতে খসে পড়া। ২৭ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৪২

৩৩. যেতে যেতে চায় না যেতে। ২৮ ভাদ্র [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব৪৪

৩৪. সেই তো আমি চাই। ২৮ ভাদ্র [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৩

৩৫. শেষ নাহি যে। ২৮ ভাদ্র [১৩২১]। সুরুল। অপরাহ্ণ। স্ব ৪৩

৩৬. দুঃখ যদি না পাবে তো। ১ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪২

৩৭. না রে, না রে। ১ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৪

৩৮. তোমার এই মাধুরী। ১ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। সন্ধ্যা। স্ব ৪৩

৩৯. না গো, এই যে ধুলা। ২ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। প্রভাত। স্ব ৪৩

৪০. এই কথাটা ধরে রাখিস। ২ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। অপরাহ্ণ। স্ব ৪৪

৪১. লক্ষ্মী যখন আসবে। ২ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। অপরাহ্ণ। স্ব ৪৪

৪২. ওই অমল হাতে। ৭ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল হইতে
শান্তিনিকেতনের পথে। স্ব ৪৩

৪৩. মোর হৃদয়ের গোপন। ৮ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। প্রভাত। স্ব ৪৩

৪৪. সহজ হবি। ৯ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। প্রভাত। স্ব ৪৪

৪৫. ওরে ভীরু, তোমার হাতে। ৯ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। অপরাহ্ণ। স্ব ৪৩

৪৬. অগ্নিবীণা বাজাও তুমি। ১৩ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন।
রাত্রি। স্ব ৪৪

৪৭. আলো যে আজ। ১৪ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৪

৪৮. তোমার দুয়ার। ১৬ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৪

৪৯. ক্লান্তি আমার। ১৬ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৪৩

৫০. আমার আর হবে না দেরি। ১৬ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৪২

৫১. দুঃখ এ নয়। ১৬ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। রাত্রি

৫২. মেঘ বলেছে 'যাব যাব'। ১৭ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। প্রভাত। স্ব ৪৩

৫৩. তোমার কাছে এ বর মাগি। ১৭ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। সন্ধ্যা। স্ব ৪৪

৫৪. আপন হতে বাহির হয়ে। ১৭ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। সন্ধ্যা। স্ব ৪৩

৫৫. এই আবরণ ক্ষয় হবে গো। ১৮ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। প্রভাত। স্ব ৪৪

৫৬. পুষ্প দিয়ে মার' যারে। ১৯ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। প্রভাত। স্ব ৪২

৫৭. কূল থেকে মোর। ১৯ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩৪

৫৮. বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ। ১৯ আশ্বিন [১৩২১]।
শান্তিনিকেতন। রাত্রি। স্ব ৪২

৫৯. সারা জীবন। ২০ আশ্বিন [১৩২১]। শান্তিনিকেতন। প্রভাত। স্ব ৪৩

৬০. আবার যদি ইচ্ছা কর। ২৩ আশ্বিন [১৩২১]। বুদ্ধগয়া। স্ব ৪৩

৬১. অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে। ২৩ আশ্বিন [১৩২১]।

বুদ্ধগয়া। স্ব ৪৩

৬২. এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো। ২৪ আশ্বিন [১৩২১]।

বুদ্ধগয়া। প্রভাত। স্ব ৪৪

৬৩. পান্থ তুমি, পান্থজনের। ২৫ আশ্বিন [১৩২১]। বেলা স্টেশন। স্ব ৪৩

৬৪. সুখের মাঝে। ২০ আশ্বিন [১৩২১]। বেলা। পাল্কি-পথে। স্ব ৪৪

৬৫. পথের সাথি, নমি। ২৫ আশ্বিন [১৩২১]। বেলা হইতে গয়ায়।

রেল-পথে। স্ব ৪২

৬৬. অন্ধকারের উৎস হতে। ২৯ আশ্বিন [১৩২১]। এলাহাবাদ।

প্রভাত। স্ব ৪৩

৬৭. ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ। ৩০ আশ্বিন [১৩২১]। এলাহাবাদ।

প্রভাত। স্ব ৪৪

৬৮. যখন তোমায় আঘাত করি। ১ কার্তিক [১৩২১]।

এলাহাবাদ। সন্ধ্যা। স্ব ৪২

সংযোজন

জাগো নির্মল নেত্রে। ৪ আশ্বিন [১৩১৭]। স্ব ৩৬

প্রভু আমার, প্রিয় আমার। ৫ আশ্বিন [১৩১৭]। স্ব ৩৬

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। শিলাইদহ। স্ব ৩৬

যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে। ? ১৩১৭। স্ব ৩৬

দুঃখ যে তোর নয় রে। ১ আশ্বিন [১৩২১]। সুরুল। স্ব ৩৩

১৮. বলাকা। কবিতা। ১৯১৬।

গান॥ তুমি কি কেবল ছবি। ৩ কার্তিক ১৩২১। এলাহাবাদ।

রাত্রি। স্ব ৩০

মোর গান এরা সব। ২৭ পৌষ ১৩২১। সুরুল।

তুলনীয়: গানগুলি মোর। স্ব ৬

আনন্দ-গান উঠুক তবে। ২৯ পৌষ ১৩২১। রেলগাড়ি। স্ব ৫৬

আজ প্রভাতের আকাশটি। ৭ কার্তিক ১৩২২। শ্রীনগর। কাশ্মীর।

তুলনীয়: তরুণ প্রাতের। স্ব ১৬

১৯. পূরবী। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৩২ [১৯২৫]।

রাত্রি হল ভোর। পঁচিশে বৈশাখ। ২৫ বৈশাখ ১৩২৯

তুলনীয় : হে নূতন দেখা দিক। স্ব ৫৫

আনমনা গো, আনমনা। আনমনা। ১৮ অক্টোবর ১৯২৪।

আণ্ডেস জাহাজ। স্ব ৩

২০. মহুয়া। কবিতা। আশ্বিন ১৩৩৬ [১৯২৯]।

গান ॥ বিবশ দিন, বিরস কাজ। বিজয়ী। বৈশাখ ১৩৩৩।

তুলনীয় : বিরস দিন। স্ব ৫

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়। প্রত্যাশা। ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫।

চৌরঙ্গি [কলিকাতা]। স্ব ৫৪

আমার নয়ন তব নয়নের। সন্ধান। শ্রাবণ ১৩৩৫ ?। স্ব ৫৪

আজি এ নিরালা কুঞ্জে। বরণডালা। ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫। স্ব ৫৪

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি। মুক্তি। ২৭ শ্রাবণ ১৩৪৫।

তুলনীয় : চপল তব নবীন আঁখি দুটি। স্ব ৩

অজানা খনির নূতন মণির। নিবেদন।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫। স্ব ৫৪

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা। নির্ভয়। ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫। স্ব ৫৪

আরো কিছুখন না-হয়। গুপ্তধন। ১৪ কার্তিক ১৩৩৫। স্ব ৫৪

বাহির পথে বিবাগী হিয়া। অবশেষ। ২৯ চৈত্র ১৩৩৪।

[শান্তিনিকেতন]। স্ব ৫০

২১. বনবাণী। কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]।

বর্ষামঙ্গল

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়। স্ব ৩

বৃক্ষরোপণ। ১৩ জুলাই ১৯২৮। [শান্তিনিকেতন]

মরুবিজয়ের কেতন। স্ব ৩১

আয় আমাদের অঙ্গনে। স্ব ৩

বর্ষামঙ্গল

আহ্বান আসিল মহোৎসবে। স্ব ১

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে। স্ব ১

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে। স্ব ১
ঝড় নেবে আয়। তুলনীয় : ওরে ঝড় নেমে আয়। স্ব ৩ ও ১৭
'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' ও 'নবীন' স্বতন্ত্র উল্লিখিত।

২২. পরিশেষ। কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]।

সংযোজন :

গান ॥ পরবাসী চলে এসো ঘরে। প্রবাসী। [চৈত্র ১৩৩২]। স্ব ১
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি। বুদ্ধজন্মোৎসব। ১৩৩৩। স্ব ১
আমরা খেলা খেলেছিলেম। নূতন। ৩০ বৈশাখ ১৩৩৪। শিলঙ।
তুলনীয় : দূর রজনীর স্বপন লাগে। স্ব ৩

২৩. বিচিত্রিতা। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪০ [১৯৩৩]।

গান ॥ ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা। ঝাঁকড়াচুল

২৪. বীথিকা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪২ [১৯৩৫]।

গান ॥ একলা বসে, হেরো। ছবি। ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮। স্ব ১৩
আজি বরষনমুখরিত। প্রতীক্ষা। ২১ শ্রাবণ ১৩৪২।
শান্তিনিকেতন। তুলনীয় : আজি বরিষনমুখরিত। স্ব ৫৩
জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে। বাদলসন্ধ্যা।
২৩ শ্রাবণ ১৩৪২। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫৮
কী বেদনা মোর জান। বাদলরাত্রি। ২৮ শ্রাবণ ৩৪২।
শান্তিনিকেতন। স্ব ৫৪
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম। অভ্যাগত।
২২ শ্রাবণ ১৩৪২। শান্তিনিকেতন। স্ব ৫৪

২৫. প্রহাসিনী। কাব্য। পৌষ ১৩৪৫ [১৯৩৯]।

সংযোজন :

গান ॥ হায় হায় হায় দিন চলি যায়। সুসীম চা-চক্র।
[শ্রাবণ ১৩৩১। শান্তিনিকেতন]। স্ব ১৩

২৬. নবজাতক। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

গান ॥ প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে। উদ্‌বোধন। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫।
[কালিম্পং]। স্ব ৫৯

২৭. সানাই। কাব্য। আষাঢ় [শ্রাবণ] ১৩৪৭ [১৯৪০]।

ভালোবাসা এসেছিল। আসা-যাওয়া। ২৮ মার্চ ১৯৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে। স্ব ৫৩

প্রাণের সাধন। অনাবৃষ্টি। ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : মম দুঃখের সাধন যবে। স্ব ৫৯

যে গান আমি গাই। গানের খেয়া। ১৩।১।৪০

তুলনীয় : আমি যে গান গাই। স্ব ৫৯

অধরা মাধুরী ধরা। অধরা। ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : অধরা মাধুরী ধরেছি

জাগায়ো না, ওরে। ব্যথিতা। ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : ওরে জাগায়ো না

বসন্ত সে যায় তো হেসে। বিদায়। [১৩৪৬]

তুলনীয় : বসন্ত সে যায় তো হেসে। স্ব ৫৩

উদাস হাওয়ার পথে পথে। যাবার আগে। [১৩৪৬]

তুলনীয় : এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে। স্ব ৫৯

তুমি গো পঞ্চদশী। পূর্ণা। ১০।১।৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : ওগো তুমি পঞ্চদশী। স্ব ৫৮

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে। কৃপণা। [জানুয়ারি ১৯৪০]

তুলনীয় : এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণ রাতে

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি। ছায়াছবি। [১৩৪৫]

তুলনীয় : আমার প্রিয়ার ছায়া। স্ব ৫৮

বাদল দিনের প্রথম। দেওয়া-নেওয়া। ১০।১।৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : বাদল দিনের প্রথম কদমফুল। স্ব ৫৮

কোথাও আমার হারিয়ে। রূপকথায়। ১০।১।৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার

জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ। আহ্বান। ১০।১।৪০। [শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি। স্ব ৫৮

এসেছিলে তবু আস নাই। দ্বিধা। [জানুয়ারি ১৯৪০]

তুলনীয় : এসেছিলে তবু আস নাই। স্ব ৫৮

রাত্রে কখন মনে হল। আধোজাগা। [জানুয়ারি ১৯৪০]

তুলনীয় : স্বপ্নে আমার মনে হল। স্ব ৫৮

তব দক্ষিণ হাতের পরশ। উদ্‌বৃত্ত। ৩০.৯।৩৯। [মংপু]

তুলনীয় : যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল। স্ব ৫৯

কোন্ ভাঙনের পথে এলে। ভাঙন। ১২।১।৩৯। শ্রীনিকেতন

তুলনীয় : তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে। স্ব ৫৯

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে। গানের জাল। [১৯৩৯]

তুলনীয় : দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে

মেঘ কেটে গেল আজি এ সকাল বেলায় [১৯৩৯]

তুলনীয় : আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়। স্ব ৫৯

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। গান। ৮।১২।৩৮।

[শ্যামলী। শান্তিনিকেতন]

তুলনীয় : যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

ওগো মোর নাহি যে বাণী। বাণীহারা। [১৩৩৬]

তুলনীয় : বাণী মোর নাহি

দোষী করিব না তোমারে। আত্মছলনা। ২৯।৫ ৪০। [কালিম্পং]

তুলনীয় : দোষী করিব না, করিব না

'সানাই' কাব্যভুক্ত কবিতার প্রথম ছত্রের সঙ্গে তুলনীয় গানের প্রথম ছত্র উল্লিখিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতা ও তৎসংশ্লিষ্ট গানের প্রথম ছত্রের পাঠ একরূপ হলেও প্রথম ছত্রের পরবর্তী অংশে পাঠান্তর আছে।

২৮. রোগশয্যায়। কাব্য। পৌষ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

একা বসে আছি হেথায়। ৩০ অক্টোবর ১৯৪০। জোড়াসাঁকো

তুলনীয় : যারা বিহান বেলায় গান এনেছিল

২৯. শেষ লেখা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

গান ॥ সমুখে শান্তিপারাবার। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বেলা একটা।

পুনশ্চ [শান্তিনিকেতন]। স্ব ৫৫

ঐ মহামানব আসে। ১ বৈশাখ ১৩৪৮। উদয়ন

[শান্তিনিকেতন]। স্ব ৫৫

বৈকালী। গান ও কবিতা

বৈকালী প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫২] সালে। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনা ও স্থান: "১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ বেল্‌গ্রেড্‌"। গ্রন্থভুক্ত গান ও কবিতাগুলির রচনাও ওই সময়কার। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ-গুলির মধ্যে কালক্রমবিচারে বৈকালীর স্থান পূরবীর পরবর্তী ও মহুয়ার পূর্ববর্তী।

গান ॥ আপনারে দিয়ে। ১ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন। স্ব ৩

তুমি কি এসেছ। ১ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন। স্ব ১

নিশীথে কী কয়ে। ৭ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন। স্ব ১

পথে যেতে ডেকেছিলে। ৮ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন। স্ব ২

বনে যদি ফুটল কুসুম। ফাল্গুন ১৩৩২। স্ব ৩০

এসো আমার ঘরে। ফাল্গুন ১৩৩২। স্ব ৩১

আপনহারা মাতোয়ারা। ফাল্গুন ১৩৩২

ওগো জলের রানী। ফাল্গুন ১৩৩২। স্ব ৫৬

আজি এই মম সকল ব্যাকুল অঙ্গমাঝে। বৈশাখ ১৩৩৩

তুলনীয়: আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গমাঝে। স্ব ৫৪

হে মহাজীবন, হে মহামরণ। বৈশাখ ১৩৩২। স্ব ৫

সে কোন্ পাগল যায়। বল্‌টিক সমুদ্র। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব ৩

কার চোখের চাওয়ার। হাম্বুর্গ। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব৫

হয় যে কাঙাল শূন্যহাতে। হাম্বুর্গ। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব ৫

ছুটির বাঁশি বাজিল যে ঐ। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। মুানিক্‌। স্ব৩

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। মুানিক। ১৮সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব৩

আমার মুক্তি গানের সুরে। ন্যূর্ণবর্গ। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

তুলনীয়: আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে। স্ব ৫

সকালবেলার আলোয় বাজে। ন্যূর্ণ্‌বর্গ। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব ৩

ভালোলাগার শেষ যে না পাই। স্টুট্‌গাট। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

তুলনীয়: মধুর, তোমার শেষ যে না পাই। স্ব ৩

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে। কল্যোন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব ৩

তুমি উষার সোনার বিন্দু। কল্যোন্। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। স্ব ৫

আপন গানের টানে, আমার। ড্যুসেল্‌ডর্ফ্‌। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

তুলনীয় : গানে গানে তব বন্ধন যাক। স্ব ৫

আপনি আমার কোন্‌খানে। বর্লিন। ৬ অক্টোবর ১৯২৬। স্ব ১

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি। ১১ অক্টোবর। প্রাগ্‌। স্ব ১৩

কোথায় ফিরিস পরম শেষের। প্রাগ্‌। ১২ অক্টোবর। স্ব ১

আকাশে তোর তেম্‌নি আছে। ভিয়েনা। ২০ অক্টোবর ১৯২৬। স্ব ১৩

পথ এখনো শেষ হল না। বুডাপেস্ট্‌। ২৭ অক্টোবর। স্ব ১৩

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার। বুডাপেস্ট্‌। ৩০ অক্টোবর ১৯২৬। স্ব ৫৬

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়। বালাটন্‌ ফ্যুরেড। হাঙ্গারি। ৯ নভেম্বর ১৯২৬

তব অমূর্ত্ত বাণী। ২১ নবেম্বর। বুকারেস্ট্‌।

তুলনীয় : অরূপ তোমার বাণী। স্ব ৩

বাঁশি আমি বাজাই নি কি। ২৪ নবেম্বর। ডার্ডানেলিস্‌। স্ব ৩

কাব্যগ্রন্থভুক্ত গানগুলির সংকলিত তালিকা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হবে

১. বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কালক্রম।
২. এক-একটি কাব্যগ্রন্থভুক্ত গান।
৩. ক্ষেত্রবিশেষে গানের রচনাকাল।
৪, ক্ষেত্রবিশেষে গানের রচনাস্থান।
৫. ক্ষেত্রবিশেষে কাব্যরূপে ও গীতরূপে মুদ্রিত পাঠের সন্ধান।
৬. কালক্রমে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থভুক্ত গানের গতিপ্রকৃতির ইংগিত।
৭. স্বরবিতান-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত সংগীতলিপির সন্ধান। ইত্যাদি।

বলা আবশ্যক যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসঙ্গ অনুসারে নাট্যনাটক-গ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কালক্রমে তদ্‌ভুক্ত গানগুলি উল্লিখিত হয়েছে; স্বতন্ত্রভাবে গানের প্রথম প্রকাশকাল নির্ণয় করা হয় নি।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থ -ভুক্ত গান

রবীন্দ্রনাথের নাট্যনাটক ও কাব্যগ্রন্থে গান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থেও গান প্রকাশিত হতে থাকে। এই সকল স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থে গানের সন্নিবেশ ও বিষয়বস্তুর বিভাজনে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়— যা প্রকাশ কালক্রমে গীতগ্রন্থগুলিতে একটি ধারা সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রসংগীতে বিষয়বস্তুর সমাবেশ ও সন্নিবেশের দিক থেকে এই ধারাটি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। সেজন্য এরূপ গীতগ্রন্থগুলির প্রকাশকালক্রমিক একটি তালিকা অতঃপর সংকলন করা হল।

১. রবিচ্ছায়া ॥ যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র -কর্তৃক প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯২

২. গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা ॥ বৈশাখ ১৮১৫ শক : ১৩০০ সাল।

৩. কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত। আশ্বিন ১৩০৩।

৪. কাব্যগ্রন্থ ॥ মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত। অষ্টম ভাগ : ১৩১০

৫. রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী ॥ হিতবাদীর উপহার। ১৩১১

৬. বাউল ॥ স্বদেশ-সংগীতের সংকলন। সেপ্টেম্বর ১৯০৫

৭. গান ॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত। সেপ্টেম্বর ১৯০৮

৮. গান ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস। ১৯০৯

৯. গান ॥ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

১০. ধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ডিসেম্বর ১৯১৪

১১. কাব্যগ্রন্থ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস। প্রথম ভাগ : ১৯১৫। দশম ভাগ : ১৯১৬

১২. প্রবাহিণী ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

১৩. গীতিচর্চা ॥ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক সম্পাদিত। পৌষ ১৩৩২

১৪. গীতবিতান ॥ প্রথম প্রকাশ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : আশ্বিন ১৩৩৮।
তৃতীয় খণ্ড : শ্রাবণ ১৩৩৯

১৫. গীতবিতান ॥ প্রথম সংস্করণ। প্রথম খণ্ড : ভাদ্র ১৩৪৫।
দ্বিতীয় খণ্ড : ভাদ্র ১৩৪৬।

১৬. গীতবিতান ॥ তৃতীয় খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। শ্রীকানাই সামন্ত -সম্পাদিত। আশ্বিন ১৩৫৭

তা ছাড়া, আরো কয়েকখানি গীতগ্রন্থে অন্যান্য রচয়িতাগণের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছুসংখ্যক গান প্রকাশিত হয়েছিল। ওই গ্রন্থগুলি এ স্থলে উল্লিখিত হল না।

রবিচ্ছায়া

'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৯২ সালে। প্রকাশক শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র। এই গ্রন্থে গান-সন্নিবেশ ও গান-সংখ্যা নিম্নরূপ :

বিবিধ সঙ্গীত	:	১১৬
ব্রহ্মসঙ্গীত	:	৭৪
জাতীয় সঙ্গীত	:	৭
পরিশিষ্ট	:	৪

'রচয়িতার নিবেদন'এ 'পুনশ্চ' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই।···

"এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।"

বরিচ্ছায়া গ্রন্থে এই গানগুলিতে 'রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই'।

বিবিধ সঙ্গীত : (ক্রমিক সংখ্যা রবিচ্ছায়া অনুসারে)

৯. নির্ঝর মিশেছে তটিনীর সাথে। Shelly

১৭. গিয়াছে সে দিন যে দিন হৃদয়। Moore

৪৬. আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে

৫২. সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার

৬৫. মন হোতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে

৮৫. দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পারে

৮৬. ছেলেখেলা কোর না লো লোয়ে এ হৃদয়
১০৪. কে আমার সংশয় মিটায়
১০৯. নাচ্ শ্যামা, তালে তালে
১১১. আর কি আমি ছাড়ব তোরে
১১৪. বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল

জাতীয় সঙ্গীত :

৪. মায়ের বিমল যশে যে সন্তান অরপিবে

এই গ্রন্থের ৪৭-সংখ্যক ব্রহ্মসংগীত 'প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও' (রাগিণী রামকেলি— তাল কাওয়ালি) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা।

গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা

'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৮ বৈশাখ ১৮১৫ শক [১৩০০ সাল] তারিখে। 'বিজ্ঞাপন'এ (১০ চৈত্র, ১২৯৯) 'পুনশ্চ' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"ভ্রমক্রমে দুই একটি গান এই গ্রন্থে একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনবসর ও অনুপস্থিতিক্রমে প্রুফ সংশোধনে মনোযোগ দিতে না পারায় অন্যান্য ভ্রমও থাকিতে পারে। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।"

সূচীপত্রের আরম্ভে এরূপ উল্লিখিত আছে :

"১-চিহ্নিত গানগুলি [? গানগুলির সুর] আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। ২-চিহ্নিত গানের সুর হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া। আমার স্বরচিত অথবা প্রচলিত সুরের গানে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।"

গ্রন্থভুক্ত গানের সন্নিবেশ এরূপ :

১-২০৯-সংখ্যক গান। এই গীতিগুচ্ছে মায়ার খেলা গীতিনাট্য, ভানুসিংহের পদাবলী ও কালমৃগয়া গীতিনাট্যের অনেকগুলি গান আছে।

২১০-২১৮-সংখ্যক গান স্বদেশ-সংগীত।

২১৯-২৭৩ ছয়টি দৃশ্য-সম্বলিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য।

ব্রহ্মসঙ্গীত : ২৭৪-৪২২-সংখ্যক গান।

সূচীপত্রের মন্তব্য অনুসারে ১-চিহ্নিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে রচিত গান : (ক্রমিক সংখ্যা 'গানের বহি' অনুসারে)।

৩২. ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে। ললিত বসন্ত। কাওয়ালি
৬১. প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন। বেহাগ। কাওয়ালি
১২৫. দে লো সখি দে। দেশ। একতালা
১৩৩. সমুখেতে বহিছে তটিনী। ঝিঁঝিট সিন্ধু। কাওয়ালি
১৫০. হাসি কেন নাই। সিন্ধু ঝিঁঝিট। কাওয়ালি
১৭২. ও কি সখা মুছ আঁখি। বেলোয়ার। কাওয়ালি
১৭৪. না সজনি না। আসোয়ারি
১৮০. সখি বল্ দেখি লো। বেহাগ। কাওয়ালি
১৮১. গেল গো, ফিরিল না। গৌড়মল্লার। কাওয়ালি
১৮২. হল না হল না সই। হাম্বীর। কাওয়ালি
১৮৩. হা সখি ও আদরে। সিন্ধুভৈরবী। কাওয়ালি
১৮৫. সহে না যাতনা। বেহাগ। কাওয়ালি
১৮৬. এমন আর কতদিন। সরফর্দা। কাওয়ালি
১৮৭. দাঁড়াও, মাথা খাও। দেশ। কাওয়ালি
১৮৮. সখা হে কি দিয়ে। মিশ্র ঝিঁঝিট। কাওয়ালি
১৮৯. এতদিন পরে সখি। জয়জয়ন্তি। কাওয়ালি
২১৪. দেশে দেশে ভ্রমি। বাহার। কাওয়ালি

ব্রহ্মসঙ্গীত :

৩৩৪. অনেক দিয়েছ নাথ। রাগিণী আসাবরি। তাল কাওয়ালি

সূচীপত্রের মন্তব্য অনুসারে ২-চিহ্নিত 'হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া' সুরের গান :

৫৪. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে। মল্লার। কাওয়ালি
১২৬. ফিরায়ো না মুখখানি। হাম্বীর। কাওয়ালি
১২৭. গহন ঘন বনে। হাম্বীর। চৌতাল
১২৮. সাজাব তোমারে। নটকিন্দ্র। ধামার
১২৯. মন জানে। নট। চৌতাল

১৩৩. হিয়া কাঁপিছে। জয়জয়ন্তী। ধামার
১৩৪. চরাচর সকলি। বেহাগ। কাওয়ালি
১৩৮. একি হরষ হেরি। বাহার। আড়াঠেকা
১৪০. গহন ঘন ছাইল। গৌড়মল্লার। চৌতাল
১৪১. আয় লো সজনি। মল্লার। কাওয়ালি
১৯৬. ও কেন ভালবাসা। পিলু। খেমটা
২০০. সখা সাধিতে সাধাতে। মিশ্র। খেমটা
২১৩. এ কি অন্ধকার। প্রভাতী। একতালা

ব্রহ্মসঙ্গীত:

২৭৫. এ কি এ সুন্দর। ইমনভূপালি। কাওয়ালি
২৭৬. কোথা আছ প্রভু। গুজরাটী ভজন। একতালা
২৯০. এ পরবাসে রবে কে। সিন্ধু। মধ্যমান
২৯১. এ মোহ আবরণ। ইমন। আড়াঠেকা
২৯২. এসেছে সকলে কত আশে। হাম্বীর। চৌতাল
২৯৩. ওঠ ওঠ রে। বিভাস। চৌতাল
২৯৫. কি করিলি মোহের ছলনে। ভজন। ঠুংরি
২৯৬. কে রে ওই ডাকিছে। আলাইয়া। ধামার
৩০০. ডুবি অমৃতপাথারে। ললিত। চৌতাল
৩০২. তবে কি ফিরিব। দেশী টোড়ি। ঢিমা তেতালা
৩০৬. তোমায় যতনে রাখিব হে। দেশ খাম্বাজ। ঝাঁপতাল
৩০৭. (তাঁহারে) আরতি করে। বড় হংসসারঙ্গ। চৌতাল
৩০৮. তাঁহার প্রেমে কে। ভৈরোঁ। একতালা
৩১০. দাও হে হৃদয় ভরে। রামকেলি। কাওয়ালি
৩১৩. দুয়ারে বসে আছি। কামোদ। ধামার
৩১৪. দুখ দূর করিলে। রামকেলি। ঝাঁপতাল
৩১৬. দেখা যদি দিলে। বেলাবলী। কাওয়ালি
৩২১. বড আশা করে। কর্ণাটী ঝিঁঝিট। কাওয়ালি
৩২৩. ভব কোলাহল ছাড়িয়ে। দরবারি টোড়ি। ঢিমে তেতালা
৩২৭. শুভ্র আসনে বিরাজ। ভৈরব। আড়াচৌতাল

৩২৯. সকাতরে ওই। দক্ষিণী সুর। একতালা
৩৩১. সংশয়তিমির মাঝে। দেশ সিন্ধু। ঠুংরি
৩৩৬. আইল আজি প্রাণসখা। কেদারা। আড়াঠেকা
৩৩৭. আজ বুঝি আইল। সাহানা। কাওয়ালি
৩৩৮. আজি বহিছে বসন্ত পবন। বাহার। তেওরা
৩৩৯. আনন্দ রয়েছে জাগি। হাম্বীর। চৌতাল
৩৪২. আমারেও কর মার্জনা। ভৈঁরো। ঝাঁপতাল
৩৪৬. এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল। বাহার। ধামার
৩৪৮. কি ভয় অভয়ধামে। শঙ্কর। ঝাঁপতাল
৩৫২. ঘোরা রজনী এ। কানাড়া। কাওয়ালি
৩৫৪. চির দিবস নব মাধুরী। নট মল্লার। চৌতাল
৩৫৫. ডাকিছ কে তুমি। খাম্বাজ। ধামার
৩৫৭. তব প্রেমসুধারসে। পরজ। কাওয়ালি
৩৫৮. তুমি জাগিছ কে। গৌঁড়। চৌতাল
৩৬০. তোমা লাগি নাথ। পূরবী। চৌতাল
৩৬৩. তোমার দেখা পাব বলে। গৌড়মল্লার। কাওয়ালি
৩৬৪. তোমারি মধুর রূপে। ঝিঁঝিট। চৌতাল
৩৬৮. দেবাধিদেব মহাদেব। দেওগিরি। সুরফাঁকতাল
৩৭০. নিশিদিন চাহ রে। যোগিয়া। কাওয়ালি
৩৭২. পেয়েছি সন্ধান তব। গৌড়সারং। চৌতাল
৩৭৩. পেয়েছি অভয় পদ। খট্। ঝাঁপতাল
৩৭৪. প্রভাতে বিমল আনন্দে। গুর্জরী তোড়ি। চৌতাল
৩৮১. শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর। টোড়ি। ঢিমা তেতালা
৩৮২. শোন তাঁর সুধাবাণী। ইমন কল্যাণ। চৌতাল
৩৮৫. সত্য মঙ্গল প্রেমময়। ইমন কল্যাণ। তেওরা
৩৮৬. সবে মিলি গাওরে। হেমখেম। চৌতাল
৩৮৭. সুমধুর শুনি আজি। শঙ্করাভরণ। আড়াঠেকা
৩৮৮. স্বামী তুমি এস আজ। বেহাগ। চৌতাল
৩৮৯. হায় কে দিবে আর। দেশ। কাওয়ালি

৩৯১. তুমি আপনি জাগাও। ভৈরোঁ। কাওয়ালি
৩৯২. নূতন প্রাণ দাও। নাচারী তোড়ি। ধামার
৩৯৩. জাগ্রত বিশ্বকোলাহল মাঝে। বিভাস। চৌতাল
৩৯৫. সবে আনন্দ করো। দেওগির বেলাবলী। আড়া চৌতাল
৩৯৬. হে মন তাঁরে দেখ। বেলাবলী। রূপক
৩৯৭. আজি হেরি সংসার। বেলাবলী। চৌতাল
৩৯৮. তোমারি ইচ্ছা হোক। ভৈরবী। একতালা
৩৯৯. নব আনন্দে জাগো। টোড়ি। কাওয়ালি
৪০০. ঐ পোহাইল তিমির রাতি। আলাইয়া। কাওয়ালি
৪০১. শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ। পূরবী। কাওয়ালি
৪০২. পূর্ণ আনন্দ। কল্যাণ। চৌতাল
৪০৩. অসীম আকাশে অগণ্য। মারুকেদারা। চৌতাল
৪০৪. আছ অন্তরে চিরদিন। কাফি। চৌতাল
৪০৫. জগতে তুমি রাজা। কানাড়া। চৌতাল
৪০৭. নাথ হে, প্রেমপথে। সুহা কানাড়া। কাওয়ালি
৪০৮. হৃদয় বেদনা বহিয়া। সিন্ধু। ঠুংরি
৪১০. জয় রাজরাজেশ্বর। ভূপালী। ফেরতা
৪১২. এ কি লাবণ্যে। পূর্ণ ষড়জ। একতালা
৪১৩. হৃদয় মন্দিরে প্রাণাধীশ। বেহাগ। কাওয়ালি
৪১৪. আনন্দ লোকে। মহীশূরী ভজন
৪১৯. যাও রে অনন্তধামে। প্রভাতী। ঝাঁপতাল

'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' গ্রন্থে সংকলিত তালিকার গানগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি গান আছে যেগুলি ২-চিহ্নিত না থাকলেও হিন্দিগান-ভাঙা বলে জানা গেছে। এই গ্রন্থভুক্ত 'ডাকি তোমারে কাতরে' (ইমন-কল্যাণ। চৌতাল) গানটির রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্যগ্রন্থাবলী

'কাব্যগ্রন্থাবলী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩০৩ সালে। প্রকাশক শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসংগীতের দিক থেকেও এই গ্রন্থের

ভূমিকা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। ভূমিকার (১৫ আশ্বিন ১৩০৩) সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার স্নেহ-ভাজন প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।"

"অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর সম্পূর্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎ ভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।..."

কাব্যগ্রন্থাবলীর বিষয়-সন্নিবেশ ও গান-সংখ্যা নিম্নরূপ :

কৈশোরক : ১৫ (গান-সংখ্যা)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী : ১৯

বাল্মীকি প্রতিভা। ছয়টি দৃশ্য -সম্বলিত

"এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য। গ্রন্থাবলীর অসম্পূরণতা দোষ নিবারণের জন্য ইহাকে স্থান দেওয়া গেল।"

সন্ধ্যা সঙ্গীত : ×

প্রভাত সঙ্গীত : ×

ছবি ও গান : ২

প্রকৃতির প্রতিশোধ : ৯

কড়ি ও কোমল : ১২

মায়ার খেলা। সাতটি দৃশ্য -সম্বলিত

মানসী : ৪

রাজা ও রাণী : ৮

বিসর্জন : ৪

চিত্রাঙ্গদা : ×

সোনার তরী : ৫

বিদায়-অভিশাপ : ×

চিত্রা : ১২

মালিনী : ×

চৈতালি : ২

'গান' শিরোনামে : ১১৯

ব্রহ্মসঙ্গীত : ১৬৪

'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থের সঙ্গে তুলনায় তার পরে প্রকাশিত 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কাব্যগ্রন্থাবলী' গ্রন্থে কিছুসংখ্যক গানের সংযোজন ও বর্জন হয়েছে। অর্থাৎ, 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে যে-সকল গান আছে 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' গ্রন্থে তার সকল গান যেমন নেই, আবার কতকগুলি নূতন গানও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সম্পর্কেও একই বক্তব্য।

অন্য দিকে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে নাট্যগান ও কাব্যগান এবম্বিধ শিরোনামে কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণী করা হয় নি। 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' গ্রন্থে গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভা স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবিষ্ট এবং গ্রন্থের নামের সঙ্গেই উক্ত নাট্যনাম যুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া, অন্যান্য নাট্যাদির নাম ও গান স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবিষ্ট নয়। সে-তুলনায় 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র গান-সন্নিবেশ অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিস্তারিত। কেননা, ওই গ্রন্থে গানগুলি নাট্যনাটকের গান, কাব্যভুক্তগান ও স্বতন্ত্র গান এই তিন ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গীত-গ্রন্থগুলিতে গানসন্নিবেশে উল্লিখিত পূর্বপ্রকাশিত তিনখানি গ্রন্থের কোনো-না-কোনোটির সঙ্গে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। তার মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের গানসন্নিবেশ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাউল

'বাউল' পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১১ আশ্বিন ১৩১২ সালে। এই পুস্তিকায় নিম্নলিখিত কুড়িটি স্বদেশ-সংগীত সংকলিত হয়।

১. সার্থক জনম আমার। ভৈরবী ॥ সার্থক জন্ম[১]

২. আমরা পথে পথে যাব। রামকেলী। একতালা ॥ পথের গান

[১] শিরোনাম

৩. আমার সোনার বাংলা। বাউলের সুর॥ সোনার বাংলা

৪. ও আমার দেশের মাটি। বাউলের সুর॥ দেশের মাটি

৫. বুক বেঁধে তুই। বেহাগ। একতালা॥ দ্বিধা

৬. আমি ভয় করব না। ভূপালি। একতালা॥ অভয়

৭. নিশিদিন ভরসা রাখিস। বাউলেব সুর॥ হবেই হবে

৮. এবার তোর মরা গাঙে। সারি গানের সুর॥ বান

৯. যদি তোর ডাক শুনে। বাউলের সুর॥ একা

১০. আজি বাংলা বাংলাদেশের। বিভাস। একতালা॥ মাতৃমূর্ত্তি

বাউল

১১. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক

১২. যে তোরে পাগল বলে

১৩. ওরে তোরা নেই বা

১৪. যদি তোর ভাবনা থাকে

১৫. আপনি অবশ হলি

১৬. জোনাকি, কি সুখে ঐ

১৭. মা কি তুই পরের দ্বারে। বাউলের সুর॥ মাতৃগৃহ

১৮. তোর আপন জনে ছাড়বে। বাউল॥ প্রয়াস

১৯. ছি ছি, চোখের জলে। বাউলের সুর॥ বিলাসী

২০. ঘরে মুখ মলিন দেখে। বাউল

স্পষ্টতই 'বাউল' পুস্তিকার অধিকাংশ গান বাউল গানের সুরে রচিত। গানের সাহিত্যিক মূল্যায়ণের দিক থেকে তো বটেই, তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে স্বদেশ-চেতনার উন্মেষণে এবং সুরপ্রয়োগের অভিনবত্বে এই গানগুলি রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

প্রবাহিণী

'প্রবাহিণী' প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সালে। সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"প্রবাহিণীতে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সব গুলিই গান,

সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

'প্রবাহিণী' গ্রন্থে গান-সন্নিবেশ এরূপ :

গীতগান : ৩৫ (গান-সংখ্যা)
প্রত্যাশা : ৩৩
পূজা : ৩০
অবসান : ২১
বিবিধ : ৫৩
ঋতুচক্র : ৮৩

ঋতুসংগীতগুলিকে 'ঋতুচক্র' নামাঙ্কিত করে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করায় নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। ভাগ মোট ছয়টি। পরবর্তীকালে 'গীতবিতান' প্রথম সংস্করণে (১-২ খণ্ড : ১৩৪৫-৪৬ সাল) যে পর্যায়-ভাগ করা হয় তাও ছয়টি। অবশ্য প্রবাহিণীর এক-একটি ভাগের বিষয়বস্তু গীতবিতানের পর্যায়ের সঙ্গে হুবহু একরূপ নয়।—'পূজা' বিভাগ নামে অপরিবর্তিত আছে; 'বিবিধ' বিভাগটি পরবর্তী বিচিত্র পর্যায়ের সঙ্গে কতকাংশে তুলনীয়; 'ঋতুচক্র' বিভাগটি পরে 'প্রকৃতি' নামক পর্যায়ভুক্ত এবং তার অন্তর্গত গানগুলি ঋতু অনুসারে বিভক্ত।

গীতবিতান

'প্রবাহিণী'র পরবর্তী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-গীতগ্রন্থ হল 'গীতবিতান'। গীতবিতান প্রথম প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডে— প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৩৮ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড শ্রাবণ ১৩৩৯ সালে। 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩) ও প্রথম প্রকাশিত গীতবিতানের গান-সন্নিবেশের ধারায় সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।—

গীতবিতানের সূচীপত্র অনুসারে গান-সন্নিবেশ এরূপ :

প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড (আশ্বিন ১৩৩৮)

কালানুক্রমিক সুচীপত্র

কৈশোরক (১৩০৩ সাল) : ১৮ (গান-সংখ্যা)
বাল্মীকি প্রতিভা (১২৯২ সাল) : ৫৪

ছবি ও গান (১২৯০ সাল) : ২
প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১ সাল) : ৬
কড়ি ও কোমল (১২৯৩ সাল) : ৯
মায়ার খেলা (১২৯৫ সাল) : ৬৩
মানসী (১২৯৭ সাল) : ১
রাজা ও রাণী (১২৯৬ সাল) : ৮
বিসর্জন (১২৯৭ সাল) : ৫
সোনার তরী (১৩০১ সাল) : ৩
চিত্রা (১৩০১ সাল) : ৯
চৈতালী (১৩০৩ সাল) : ১
১৩০৩ সনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর "গান" অংশ হইতে : ৫৬
১৩০৩ সনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর "ব্রহ্মসঙ্গীত" অংশ হইতে : ১৩১
কল্পনা (১৩০৭ সাল) : ১৬
নৈবেদ্য (১৩০৮ সাল) : ১৭
৺ মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ৮ম ভাগ
"গান" বই হইতে (১৩১০ সাল) : ৭৬
চিরকুমার সভা (হিতবাদী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, ১৩১১ সাল) : ৩
খেয়া (১৩১৩ সাল) : ৮
প্রজাপতির নির্বন্ধ (মজুমদার লাইব্রেরী সংস্করণ
গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৩১৪ সাল) : ৯
শারদোৎসব (১৩১৫ সাল) : ৯
১৩১৫ সনে প্রকাশিত "গান" গ্রন্থ হইতে : ৯২
প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬ সাল) : ১
গীতাঞ্জলি (১৩১৭ সাল) : ৫৬
রাজা (১৩১৭ সাল) : ২৫
অচলায়তন (১৩১৮ সাল) : ২৩
উৎসর্গ (১৩২১ সাল) : ১
১৩২০ সনের "গান" বই হইতে : ৫
ধর্ম-সঙ্গীত (১৩২০ সাল) : ২১

গীতি-মাল্য (১৩২১ সাল) : ৮৭
গীতালি (১৩২১ সাল) : ৬৬
ফাল্গুনী (১৩২২ সাল) : ২৯
বলাকা (১৩২২ সাল) : ২
গীতলিপি ২য় খণ্ড (১৩১৭ সাল) : ১
গীতলিপি ৪র্থ খণ্ড (১৩১৭) : ১
গীতলিপি ৫ম খণ্ড (১৩১৭ সাল) : ৪
গীতলেখা ১ম ভাগ (১৩২৪ সাল) : ১
গীত-পঞ্চাশিকা (১৩২৫ সাল) : ৪৪
বৈতালিক (১৩২৫ সাল) : ৩
গীতি-বীথিকা (১৩২৬ সাল) : ২০
কাব্য-গীতি (১৩২৬ সাল) : ১৫
অরূপরতন (১৩২৬ সাল) : ১০
ঋণশোধ (১৩২৮ সাল) : ৫
মুক্তধারা (১৩২৯ সাল) : ৯
বর্ষা-মঙ্গল (১৩২৯ সাল) : ১৮
নবগীতিকা ১ম ভাগ (১৩২৯ সাল) : ২৯
নবগীতিকা ২য় ভাগ (১৩২৯ সাল) : ৪০
বসন্ত (১৩৩০ সাল) : ২৩

তৃতীয় খণ্ড (শ্রাবণ ১৩৩৯)

প্রবাহিণী (১৩৩২ সাল) : ৭৭
গৃহ-প্রবেশ (১৩৩২ সাল) : ২
সুন্দর (১৩৩২ সাল) : ১০
শেষ-বর্ষণ (১৩৩২ সাল) : ২৩
শোধবোধ (১৩৩২ সাল) : ২
চিরকুমার সভা (১৩৩২ সাল) : ১
নটীর পূজা (১৩৩৩ সাল) : ৮
রক্তকরবী (১৩৩৩ সাল) : ৫

গীতমালিকা ১ম খণ্ড (১৩৩৩ সাল) : ৩
ঋতুরঙ্গ (১৩৩৪ সাল) : ২৯
শেষ-রক্ষা (১৩৩৫ সাল) : ৯
পরিত্রাণ (১৩৩৬ সাল) : ৮
তপতী (১৩৩৬ সাল) : ১১
গীতমালিকা ২য় ভাগ (১৩৩৬ সাল) : ১৫
নবীন (১৩৩৭ সাল) : ২১
গীতোৎসব (১৩৩৮ সাল) : ৩
আধুনিক-সংগ্রহ : ১২১
পরিশিষ্ট—(ক) : ৯

এক-একখানি গ্রন্থের নাম ও প্রকাশকালের পরে যে গানসংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সেই গ্রন্থ থেকে গীতবিতানে গৃহীত গানের সংখ্যা নির্দেশ করে ; সব ক্ষেত্রে সেই গ্রন্থের মোট গানসংখ্যা নির্দেশ করে না।

প্রথম প্রকাশিত গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডের শেষে পরিশিষ্ট—(খ) অংশে 'গীতবিতানে বাদ-দেওয়া গানের তালিকা' সংকলিত হয়েছে। তাতে মন্তব্য আছে : 'নিম্নলিখিত সূচীর মধ্যে তারকা-চিহ্নিত গানগুলি কবির পুরাতন বিবিধ গীতি-সংগ্রহে স্থান পাইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা তাঁহার স্বরচিত নহে।' এই তালিকায় ১৪৮টি গানের প্রথম ছত্র উল্লিখিত, তার মধ্যে ২৪টি তারকা-চিহ্নিত।

গীতবিতান। প্রথম সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের দুটি খণ্ডে (১৩৪৫-৪৬ সাল) গান-সন্নিবেশে নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। 'বিজ্ঞাপন'এ কবি লেখেন :

"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

উল্লিখিত দুই খণ্ড গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে গানগুলিকে পূজা ও স্বদেশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক মোট এই ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে কোনো কোনো পর্যায়ের গানকে পুনরায় বিভাগযুক্ত করে উপ-পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তী তালিকায় প্রত্যেক পর্যায় ও উপ-পর্যায়ে মোট গানের সংখ্যা এবং তার অন্তর্গত প্রথম ও শেষ গানের প্রথম ছত্র উল্লেখ করা হল। তার অনুসরণে পাঠকগণ গীতবিতান দৃষ্টে প্রত্যেক পর্যায় ও উপ-পর্যায়-ভুক্ত মোট গানগুলির সন্ধান পাবেন।

প্রথম খণ্ড (ভাদ্র ১৩৪৫)

ভূমিকা। ১ (গান-সংখ্যা)

১. প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে

পূজা। উপ-পর্যায় ২১

গান। ৩২

২. কান্নাহাসির-দোল-দোলানো।···

৩২. আমার ঢালা গানের ধারা

বন্ধু। ৫৯

১. কবে আমি বাহির হলেম।···

৫৯. তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে

প্রার্থনা। ৩৬

১. আজ আলোকের এই।···

৩৬. সার্থক কর' সাধন

বিরহ। ৪৭

১. আমার মিলন লাগি তুমি।···

৪৭. ঘাটে বসে আছি আনমনা

সাধনা ও সংকল্প। ১৭

১. এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে।···

১৭. সেই তো আমি চাই

দুঃখ। ৪৯

১. আর রেখো না আঁধারে।···

৪৯. আনন্দ তুমি স্বামী

আশ্বাস। ১২

১. ওরে ভীরু, তোমার হাতে।···

১২. কে যায় অমৃতধামযাত্রী

অন্তর্মুখে। ৬

১. চোখের আলোয় দেখেছিলেম।···

৬. জীবন যখন ছিল ফুলের মতো

আত্মবোধন। ৫

১. বাধা দিলে বাধবে লড়াই।···

৫. শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল

জাগরণ। ২৬

১. শুভ্র নব শঙ্খ তব

২৬. ওঠো ওঠো রে— বিফলে প্রভাত

নিঃসংশয়। ১০

১. ওদের কথায় ধাঁদা লাগে।···

১০. জানি হে যবে প্রভাত হবে

সাধক। ২

১. নিভৃত প্রাণের দেবতা।···

২. ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে

উৎসব। ৭

১. এসেছে সকলে কত আশে।···

৭. আজি বহিছে বসন্তপবন

আনন্দ। ২৫

১. আনন্দগান উঠুক তবে বাজি।···

২৫. আমি সংসারে মন দিয়েছিনু

বিশ্ব। ৩৯

১. আজিকে এই সকালবেলাতে।···

৩৯. ডুবি অমৃতপাথারে

বিবিধ । ১৪৩

১. ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় ।...

১৪৩. সকল গর্ব দূর করি দিব

সুন্দর । ৩০

১. এই লভিনু সঙ্গ তব ।...

৩০. রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে

বাউল । ১৩

১. আমি কান পেতে রই ।...

১৩. আমারে কে নিবি ভাই

পথ । ২৫

১. আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ ।...

২৫. পথ এখনো শেষ হল না

শেষ । ৩৪

১. যা পেয়েছি প্রথম দিনে ।...

৩৪. আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে

পরিণয় । ৯

১. দুইটি হৃদয়ে একটি আসন ।...

৯. শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার

স্বদেশ । ৪৬

১. আমার সোনার বাংলা ।...

৪৬. সাধন কি মোর আসন নেবে

দ্বিতীয় খণ্ড (ভাদ্র ১৩৪৬)

প্রেম । উপ-পর্যায় ২

গান । ২৭

১. চিত্ত পিপাসিত রে ।...

২৭. পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়

প্রেমবৈচিত্র্য । ৩৬৮

১. বিরস দিন বিরল কাজ ।...

৩৬৮. আমার যেতে সরে না মন

প্রকৃতি। উপ-পর্যায় ৭

সাধারণ। ৯

১. বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।···

৯. ব্যাকুল বকুলের ফুলে

গ্রীষ্ম। ১৬

১. নাই রস নাই।···

১৬. চক্ষে আমার তৃষ্ণা

বর্ষা। ১১৫

১. এসো শ্যামল সুন্দর।···

১১৫. ওগো তুমি পঞ্চদশী

শরৎ। ৩০

১. আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে।···

৩০. নব- কুন্দ-ধবলদল-সুশীতলা

হেমন্ত। ৫

১. হিমের রাতে ওই গগনের।···

৫. নমো, নমো, নমো। তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য

শীত। ১২

১. শীতের হাওয়ার লাগল নাচন।···

১২. হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে

বসন্ত। ৯৬

১. নব বসন্তের দানের ডালি।···

৯৬. ঝরা পাতা গো, আমি

বিচিত্র। ১৩৮

১. আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো।···

১৩৮. মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়

আনুষ্ঠানিক। ৯

১. সবারে করি আহ্বান।···

৯. এসো এসো প্রাণের উৎসবে

পরিশিষ্ট। ২

১. বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে

২. যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে

তৃতীয় খণ্ড (আশ্বিন ১৩৫৭)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩৯ সালে। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ডের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয় কবির জীবিতকালে (১৩৪৫-৪৬ সালে)। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় কবির তিরোধানের পর, আশ্বিন ১৩৫৭ সালে।— সম্পাদনা করেন শ্রীকানাই সামন্ত। এই খণ্ডে বিষয়-সন্নিবেশ নিম্নরূপ :

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য :

কালমৃগয়া, বাল্মীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলা।

চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ২০ (গান-সংখ্যা)

নাট্যগীতি। ১২৬

জাতীয় সংগীত। ১৬

পূজা ও প্রার্থনা। ৮২

আনুষ্ঠানিক সংগীত। ১৭

প্রেম ও প্রকৃতি। ১০২

পরিশিষ্ট ১। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা

'রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ১৩৪৫ পৌষের একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।'[১]

পরিশিষ্ট ২। পরিশোধ (রচনা : আশ্বিন ১৩৪৩)।

'এই রচনা পরে নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্যে পরিণত হয়।'[১]

পরিশিষ্ট ৩। ১১

১. এমন আর কতদিন চলে যাবে রে

২. ওহে দয়াময়, নিখিল আশ্রয়

৩. নিত্যসত্যে চিন্তন করো রে

৪. মা, আমি তোর কী করেছি

৫. সকলেরে কাছে ডাকি
৬. সখা, তুমি আছ কোথা
৭, সখা, মোদের বেঁধে রাখো
৮. ছি ছি সখা, কী করিলে
৯. না সখা, মনের ব্যথা
১০. না সজনী, না, আমি জানি
১১. সখী, আর কত দিন

‘এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থে মুদ্রিত, অথচ প্রথমসংস্করণ [প্রথম প্রকাশিত] গীতবিতানে (পরিশিষ্ট গ) যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নয় বলিয়া নির্দিষ্ট তাহারই একাংশ। রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় যে, এ সম্পর্কে অন্য নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।’[১]

পরিশিষ্ট ৪। ৭

১. ভাসিয়ে দে তরী তবে
২. ছিলে কোথা বলো, কত কী যে হল
৩. চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো ফুলধনু
৪. এসো গো এসো বনদেবতা
৫. কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে
৬. আঁধার সকলই দেখি
৭. বাজে রে বাজে রে ওই রুদ্র তালে

‘এই সব গান কোনো রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত গ্রন্থে বা রচনায় নাই। নানা জনের নানা সংগীত সংকলনে বা রচনায় ছড়ানো আছে।’[১]

আশ্বিন ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের শেষে সংযোজিত বহুতথ্য-সম্বলিত গ্রন্থপরিচয় সম্পাদকের বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

পর্যালোচনা

রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের পরিমাণও বিপুল। সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতের যে কোনো বিশেষ দিকের উপস্থাপনা দীর্ঘ

১ গ্রন্থপরিচয়, গীতবিতান ৩ (আশ্বিন ১৩৫৭)।

হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান গ্রন্থে বিষয়-সন্নিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-সংগীতকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে— রবীন্দ্র-নাট্যনাটকের গান, রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থভুক্ত গান ও স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থ -ভুক্ত রবীন্দ্রসংগীত— এবং তদনুসারে তিন ভাগে সংকলিত দীর্ঘ তালিকায় যথাসম্ভব তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক কবির রচনায় যেমন থাকে অল্পাধিক স্থান-কাল-পরিবেশের প্রভাব, তেমনি থাকে কবির স্বভাব ও প্রতিভার স্পর্শ। তা ছাড়াও, এই তিনটি ধারার গান সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে বক্তব্য :

রবীন্দ্র-নাট্যনাটকের গান : 'রুদ্রচণ্ড' থেকে 'মুক্তির উপায়' ॥ যে-কোনো নাট্য বা নাটক রচনায় প্রধান অবলম্বন তার আখ্যানবস্তু বা কাহিনী— সে-কাহিনী পৌরাণিক, সামাজিক বা কাল্পনিক যাই হোক-না কেন। তদ্‌ভুক্ত গানগুলি নাট্যনাটকের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, গানগুলি পাত্রপাত্রীগণের ভাবপ্রকাশের দ্যোতকরূপে সংযোজিত। সংক্ষেপে বলা যায়, নাট্যনাটকভুক্ত গানগুলি তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক।

রবীন্দ্র-কাব্যভুক্ত গান ॥ 'ভগ্নহৃদয়' থেকে 'শেষ লেখা' ॥ এক-একটি কাব্য যেমন ভাবের সূত্রে গাঁথা, তদ্‌ভুক্ত কবিতাগুলিও স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ ভাবের বাহক। কাব্যভুক্ত গানগুলিও সেই পরিপ্রেক্ষিতে একই বৈশিষ্ট্য বহন করে, যদিও সংকলিত তালিকার কোনো রবীন্দ্র-কাব্যই আদ্যন্ত সুরযোজিত নয়। এ স্থলেও বলা যায়, কাব্যভুক্ত গানগুলি তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক।

স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থ -ভুক্ত রবীন্দ্রসংগীত ॥ 'রবিচ্ছায়া' থেকে 'গীতবিতান' (প্রথম সংস্করণ : ১৩৪৫-৪৬ ও ১৩৫৭)॥ রবিচ্ছায়া থেকে আরম্ভ করে প্রথম প্রকাশিত গীতবিতান (১৩৩৮-৩৯) পর্যন্ত বিষয়বস্তুর সন্নিবেশে নানা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রথম সংস্করণ প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানে (১৩৪৫-৪৬) রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে বিন্যস্ত করেন। অনুরূপ বিন্যাস শ্রীকানাই সামন্ত-সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানেও (১৩৫৭) অনুসৃত হয়েছে। তদবধি এই ধারাই গীতবিতানে অনুসৃত হয়ে আসছে।

প্রকাশকালক্রমে নাট্যনাটকগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ ও স্বতন্ত্র গীতগ্রন্থে গানের সন্নিবেশ বিষয়কেন্দ্রিকতার দিকে ইংগিত করে। এটি হল রবীন্দ্রসংগীতের একটি দিক— সাহিত্যিক মূল্যায়নের দিক।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

উল্লেখপঞ্জী

গীতবিতান (১-৩ খণ্ড)। বিশ্বভারতী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ডক্টর সুশীল রায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নাট্যশাস্ত্র। ভরত মুনি ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ -সম্পাদিত খণ্ড ১

বাঙ্গালীর গান। দুর্গাদাস লাহিড়ী

ব্রহ্মসঙ্গীত (ত্রয়োদশ সংস্করণ)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত

ব্রহ্মসঙ্গীত (১৩৫৬)। ব্রাহ্ম যুবসমিতি -প্রকাশিত

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি (১-৬ ভাগ); আদি ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সার্ধশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা (১৩৭৪)। বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র-রচনাবলী (১-২৭ খণ্ড)। বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র-রচনাবলী (১-১৫ খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীতচিন্তা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঙ্গীত-মঞ্জরী। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরবিতান (১-৫৯ খণ্ড)। বিশ্বভারতী

স্বরলিপি-গীতি-মালা (১৩০৪)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	জনার্জ্জনের	জ্ঞানার্জ্জনের
৬	২০	বৈশাগ	বৈশাখ
৬	পাদটীকা	অনুসায়ে	অনুসারে
৭	৩	হহন	বহন
১১	৫	গ্রহভুক্ত	গ্রন্থভুক্ত
৩০	৭	ছাত্রী	ছাত্র
৩৭	১৩	শেষ বর্যণ	শেষ বর্ষণ
৩৮	২১	টাঁদ	চাঁদ
৪২	৯	ইন্দূ	ইন্দু
৪৬	১৪	হিমাগিরি	হিমগিরি
৫২	১০	নামক্ক	নামক
৬২	২৭	আযাঢ়	আষাঢ়
৭৩	১৩	১৩৪৫	১৩৩৫
৮০	২১	ক্রমিক	ক্রমিক